Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 23, 1430 Bangla, March 07, 2024, Thursday, No. 67, 54th year

H I G H L I G H T S

The historic 7 March is being celebrated in the country with due dignity. It is one of the most memorable days in the history of Bangladesh's freedom struggle. (VOA: 9)

PM Sheikh Hasina urges RAB to curb juvenile gangs & drugs, intensify operations against food stocks & dishonest traders ahead of Ramadan & Eid. (R. Tehran: 10; Jago FM: 13)

Foreign Minister Dr Hasan Mahmud urges the member countries of OIC to take alternative measures to end the conflict in Gaza and ensure the human rights of the Palestinian people. (R. Today: 19)

Health Minister finds extreme chaos in services at upazila health complexes with manpower shortage, uncleanliness, absence of doctors in different upazilas of Sylhet. (R. Today: 20)

Mayor of Dhaka South City Corporation Sheikh Fazle Noor Tapas comments, when an accident occurs, one organization tries to place the responsibility on another organization. (Jago FM: 17)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi says the main reason for the increase in the prices of daily commodities before Holy Ramadan is the looting of the ruling party syndicate. (R. Tehran: 11)

GM Quader, Chairman of a faction of Jatiya Party, holds a meeting with US Ambassador to BD Peter D. Haas. (R. Today: 19)

A four-day DC conference has concluded in Bangladesh with an emphasis on issues such as price control and enhancing the capacity of DCs to deal with emergency situations. (BBC: 6)

Ahead of the month of Ramadan, the govt. aid agency TCB has increased the price of subsidized sugar. In one jump, the new rate has been increased by Tk 30 to Tk 100 per kg. (R. Today: 19)

BD National Building Code is not followed in construction; buildings were constructed outside approved design. Disaster Management Ministry survey finds about 70 thousand buildings is at risk. (R. Tehran: 10)

One journalist dies in conflict of two press club in Borguna. (DW: 11)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ২৩, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ০৭, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, নং- ৬৭, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, অন্যতম স্মরণীয় দিন ৭ মার্চ। আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত হবে। (ভোয়া : ৯)

কিশোর গ্যাং ও মাদক রোধে র‌্যাবকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে রমজান ও ঈদকে সামনে রেখে খাদ্য মজুদ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরো জোরদার করতে বলেছেন। (রে. তেহরান : ১০; জাগো এফএম : ১৩)

গাজার সংঘাতের অবসান ঘটাতে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামী সহযোগী সংস্থা ওআইসির সদস্য দেশগুলোর প্রতি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (রে. টুডে : ১৯)

লোকবল সংকট, অপরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসক অনুপস্থিতিসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে চলছে স্বাস্থ্য সেবায় চরম বিশৃঙ্খলা। সিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে এমন চিত্র দেখতে পান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন। (রে. টুডে : ২০)

কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে, এক সংস্থা আরেক সংস্থার বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে দায় চাপানোর চেষ্টা করে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। (জাগো এফএম : ১৭)

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, রোজার আগে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির মূল কারণ সরকারদলীয় সিন্ডিকেটের লুটপাট। (রে. তেহরান : ১১)

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান জি এম কাদের। (রে. টুডে : ১৯)

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আর জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ডিসিদের ক্ষমতা বাড়ানোর মতো বিষয়গুলোতে জোর দিয়ে বাংলাদেশে চার দিনের জেলা প্রশাসক বা ডিসি সম্মেলন শেষ হয়েছে। (বিবিসি : ৬)

রমজান মাসকে সামনে রেখে সরকারি সাহায্য সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি ভর্তুকি মূল্যের চিনির দাম বাড়িয়েছে। এক লাফে কেজিতে ৩০ টাকা বাড়িয়ে নতুন দর নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। (রে. টুডে : ১৯)

বাংলাদেশের ভবন নির্মাণে মানা হচ্ছে না বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড। অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে বহুতল ভবন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা করে প্রায় ৭০ হাজার ভবন ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে বলে জানিয়েছেন। (রে. তেহরান : ১০)

বরগুনায় দুই প্রেসক্লাবের দ্বন্দ্বে সাংবাদিকের এক মৃত্যু। (ডয়চে ভেলে: ১১)

বিবিসি

বাংলাদেশে পণ্য মজুত নিয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে যা রয়েছে

বাংলাদেশে মজুত বা কালোবাজারি করে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগের ঘটনা ঘটছে হরহামেশাই। পণ্য আমদানি, ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি দেওয়াসহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও এ বিষয়ে সেভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। সম্প্রতি দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেউ পণ্য মজুত করে বাজার অস্থিতিশীল করলে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিশেষ এই কারণটাকে 'অ্যাড্রেস' করার জন্য ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন করা হয়েছিলো। এ রকম কাজ করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। কিন্তু পণ্য মজুত বা কালোবাজারি নিয়ে ১৯৭৪ সালের এই বিশেষ ক্ষমতা আইনে আসলে কী রয়েছে ? কোন প্রেক্ষাপটেই বা করা হয়েছিলো এই আইনটি? এতে শাস্তির বিধানই বা কী রয়েছে ? বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি এই আইন করা হয়। পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইন ১৯৫২, জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ১৯৫৮ এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলি অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশকে প্রতিস্থাপনের জন্য আইনটি পাস করা হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী কিছু কার্যকলাপ প্রতিহত করা। একই সাথে কিছু গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

১৯৭৪ সালের আইনটিতে পণ্য মজুত, চোরাচালান বা কালোবাজারির বিষয়গুলো রাখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানান সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "স্বাধীনতার পর দেশে কিছু খারাপ ব্যবসায়ী পণ্য মজুত করে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করার চেষ্টা করে। একই সাথে বেড়ে গিয়েছিল স্মাগলিং ও কালোবাজারিও। সে সময় এই আইনে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়। যাতে করে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়," বলেন মি. মালিক। এই আইনটিকে 'কালো আইন' হিসেবেও অভিহিত করা হয় বলে জানান মি. মালিক। এ আইনে চোরাচালান, কৃত্রিম সংকট তৈরি এবং ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত যে কাউকে সরকারের আটক করতে পারার বিধান রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের বিভিন্ন সময় এই আইনে কিছু কিছু ধারা সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। যে সব ধারা এই আইনে সংযোজন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কাগজের মুদ্রা ও সরকারি স্ট্যাম্প জাল করা, চোরাচালানি, খাদ্য, পানীয় ঔষধ ও প্রসাধনী দ্রব্যে ভেজাল, অপরাধ করার ষড়যন্ত্র করা এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। এই আইনে রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিরক্ষা বিরোধী কার্যকলাপ, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি সাধন, জননিরাপত্তা বিরোধী কাজ করা, জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সহ নানা বিষয়। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বা জনগোষ্ঠীর কোনও অংশের মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করা, দেশের আইন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা দেয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করা রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময় এই আইনটি অপসারণের দাবি উঠলেও কোনও সরকারই তা করেনি। এ আইনে যে গুরুতর অপরাধগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে রেশনে সরবরাহকৃত দ্রব্যাদির কালোবাজারি এবং রেশনের লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি কেনাবেচা করা। 'কালোবাজারে লেনদেন' বলতে বোঝায় আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কোনও কিছু বিক্রি করা বা কেনা। একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণের বেশি দ্রব্যাদি যদি কেউ মজুত করে তবে সেটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আইনটিতে কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, বিতরণ এবং সরবরাহে ব্যবহৃত ভবন বা অন্যান্য সম্পত্তি, খনি বা কারখানা বিনষ্ট করাকে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একই সাথে খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ও প্রসাধনী দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া বা ভেজাল সামগ্রী বিক্রি করাও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের আওতায় পড়বে। এছাড়া পাটজাত দ্রব্য, পাটের গুদাম, পাট বা পাটকলের মতো সম্পদ নষ্ট করাও এই আইনের অধীনে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। এ আইনের অধীনে, যে ব্যক্তি কালোবাজারে মজুত বা লেনদেনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। জরিমানাও করা হবে।

তবে, শর্ত হিসেবে এতে বলা হয়েছে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারেন যে তিনি লাভ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে মজুত করেছিলেন তবে তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একই সাথে জরিমানাও করা হবে তাকে। একই সাথে আদালত কালোবাজারি বা মজুত হয়েছে এমন কিছু সরকারকে বাজেয়াপ্ত করার আদেশও দিতে পারবে। এই আইনে চোরাচালানের অভিযোগেও শাস্তি রয়েছে। এই অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারে আদালত। এছাড়া ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই বছরের কম নয়, এমন কারাদণ্ড শাস্তি হিসেবে রয়েছে। রয়েছে জরিমানার বিধানও। একই সাথে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ এমন কোনও পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যদি কোনও ব্যক্তি নিজের দখলে রাখে, সেটিও চোরাচালানের সংজ্ঞায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণে এক বছরের কম নয় কিন্তু ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারবে আদালত। খাদ্য, পানীয়, ঔষধে ভেজাল করা বা জেনেশুনে এ ধরনের ভেজাল পণ্য বিক্রির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। একইসাথে ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানার শাস্তিও রয়েছে। এছাড়া চুলের তেল, সাবান বা অন্যান্য প্রসাধনীতে ভেজাল মেশানো

যা চুল ও ত্বক বা শরীরের যে কোনো অংশের জন্য ক্ষতিকর এমন প্রসাধনী জেনেশুনে বিক্রি করা, বিক্রির প্রস্তাব দেওয়াও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে। মঙ্গলবার আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ঢাকায় ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের জানান, অবৈধ মজুত করে বাজার ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হলে এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। তবে, সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সর্বোচ্চ শাস্তি থাকলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাদের এটি অপব্যবহারে সুযোগ থাকে। আবার, শাস্তি যত বেশি হয়, তাহলে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সংখ্যাও অনেক কমে যাওয়ার শঙ্কা থাকে। শাস্তি যত কঠোর হবে অপরাধ তত কমে যাবে, এই ধারণাটা ভুল বলে মনে করেন মি. মালিক। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৬.০৩.২০২৪ রিহাব)

৭ই মার্চ ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ঢাকা স্টেডিয়ামে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল পাকিস্তান বনাম আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে। তখন পাকিস্তান একাদশের পক্ষে একমাত্র বাঙালি ক্রিকেটার ছিলেন রকিবুল হাসান, যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। তার ভাষ্যমতে, স্টেডিয়ামে তখন ৪০ হাজারের মতো দর্শক ছিল। তাদের অনেকেই রেডিও নিয়েছিলেন সাথে। এর একটি বড় কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন উত্তাল। রেডিওর খবরের দিকে অনেকের মনোযোগ। খেলার মাঠে বসেই অনেকে শুনতে পান যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছেন। সাথে সাথে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো স্টেডিয়াম। "জয় বাংলা শ্লোগানে পুরো স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে ওঠে। খেলা বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ দর্শকরা তখন স্টেডিয়াম ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে," বিবিসি বাংলার কাছে সেদিনের পরিস্থিতির বর্ণনা করছিলেন রকিবুল হাসান।

১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রেডিওতে ভাষণের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। সাথে সাথে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অফিস-আদালত, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অনেকে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য রাস্তায় নেমে আসে। সেদিন শেখ মুজিবুর হোটেল পূর্বানীতে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক করছিলেন। রেডিওতে ঘোষণা শোনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও নানা জায়গা থেকে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসলো। হোটেল পূর্বানীর চারপাশ তখন লোকে-লোকারণ্য। কারণ, অনেকেই জানতো শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে বৈঠক করছেন।

মার্চ মাসের দুই তারিখে ঢাকায় এবং তিন তারিখে সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়া হলো। এছাড়া মার্চ মাসের চার তারিখ থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। মার্চ মাসের চার তারিখ থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিন সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত হরতাল চলতে থাকে। এমন অবস্থায় দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ছাত্র নেতারা। পরিস্থিতি তখন আর পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। শেখ মুজিব হয়ে উঠেছিলেন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি যা বলছিলেন, সেটাই ছিল শিরোধার্য। ২০১৬ সালে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা তোফায়েল আহমেদ বলছিলেন, আন্দোলন এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় নিয়েই শেখ মুজিব ৩রা মার্চ পল্টনে ছাত্র সমাবেশে ৭ই মার্চ ভাষণ দেয়ার ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে মার্চ মাসের তিন ও চার তারিখ রাত আটটা থেকে কারফিউ জারি করে সরকার। তখন কারফিউ অগ্রাহ্য করে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। তখন ঢাকা শহরের পরিস্থিতি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন জাহানারা ইমাম, যিনি ১৯৯০'র দশকে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭১ সালের নানা বর্ণনা জাহানারা ইমাম-এর 'একাত্তরের দিনগুলি' বইতে পাওয়া যায়। শুধু ঢাকা শহর নয়, দেশজুড়ে নানা গুঞ্জন তখন চলছিলেন। জাহানারা ইমাম লিখেছেন, সাতই মার্চ রেসকোর্সে গণজমায়েতে শেখ কী বলবেন, তা নিয়েও লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। এক তারিখে হোটেল পূর্বানীতে তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের কর্মসূচীর ঘোষণা তিনি সাত তারিখে দেবেন। ইতোমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে। মিটিং, মিছিল ও কারফিউর তীব্রতা বেড়েছে। পুলিশের গুলিতে বহু মানুষ নিহত হয়েছেন। "এর প্রেক্ষিতে শেখ আগামীকাল কী ঘোষণা দেবেন? কেউ বলছেন, উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, তা কী করে হবে? উনি নির্বাচনে জিতে গণপ্রতিনিধি, মেজরিটি পার্টির লিডার, উনি দাবির জোরে সরকার গঠন করবেন, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করবেন। এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়বে," লিখেছেন জাহানারা ইমাম। সাতই মার্চের আগে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাসভবনে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সে বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল, রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে শেখ মুজিব কোন পথ অনুসরণ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেন। তাকে উদ্ধৃত করে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, সম্ভবত বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে সিনিয়র নেতাদের বক্তব্য ছিল

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় এখনো আসেনি। মানুষকে এমন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে নিয়ে আসার আগে জনসচেতনতা আরো সংহত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অধ্যাপক সোবহানের ভাষ্য মতে, বর্ষীয়ান নেতাদের বিপরীতে সিরাজুল আলম খানের মতো আওয়ামী লীগের তরুণ প্রজন্ম অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণার সপক্ষে কথা বলেছিল।

সাতই মার্চ জনসভায় যাবার আগে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলে গিয়েছিলেন তরুণ নেতাদের মনোভাব বুঝতে। সেখানে সিরাজুল আলম খানের সাথে তার দেখা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। "তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল এবং সে আমাদের বলে যে স্বাধীনতার কোন নাটকীয় ঘোষণা আশা করা যাবে না। দেখা গেল বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবনের সেরা কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভাষণ দিয়েছেন। যেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা না করেও তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিজেকে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে বাঙালিকে," লিখেছেন অধ্যাপক অধ্যাপক সোবহান। সাতই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকে ঘিরে পাকিস্তান সরকারের মধ্যেও নানা চিন্তা ও উদ্বেগ কাজ করছিল। তাদের ধারণা ছিল, সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বসতে পারেন। শেখ মুজিব যাতে সে রকম কিছু না করেন, সেজন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীর দিক থেকে নানা প্রচেষ্টা ছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক। মি. সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইতে সে সময়কার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। সিদ্দিক সালিকের বর্ণনা মতে ৭ই মার্চ যতই এগিয়ে আসতে থাকে, গুজব, ভয়, আতঙ্ক ও উদ্বেগ ততই জোরালো হতে থাকে। "এটা ধারণা করা হচ্ছিল যে শেখ মুজিবুর রহমান একতরফাভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেবেন," লিখেছেন মি. সালিক। শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবার আগের দিন অর্থাৎ ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণ দেবার আগে মি. খান শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোন করেছিলেন। তখন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে ছিলেন তার জামাতা ও শেখ হাসিনার (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া। সে সময়কার বিভিন্ন ঘটনা ড. মিয়া তার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' বইতে তুলে ধরেছেন। ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান টেলিফোনে ইয়াহিয়া খানকে বলেন যে আন্দোলন চলার সময় যারা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, সেটির জন্য আন্তরিক দুঃখ এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের টেলিফোন আলাপের বিষয়টি দেখা যায় সিদ্দিক সালিকের ভাষ্যেও। সেখানে মি. সালিক লিখেছেন, শেখ মুজিবের সাথে টেলিফোনে আলাপের পর ইয়াহিয়া খান একটি টেলিপ্রিন্টার মেসেজ পাঠিয়েছিলেন শেখ মুজিবের জন্য।

সিদ্দিক সালিকের ভাষ্য মতে, সেই মেসেজে ইয়াহিয়া খান লিখেছিলেন, দয়া করে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শীঘ্রই ঢাকা আসবো এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলাপ করবো। আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে জনগণের প্রতি আপনার যে প্রতিশ্রুতি এবং আকাঙ্ক্ষা সেটির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা দেখানো হবে। এই বার্তাটি সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার ব্যক্তিগতভাবে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে তার কাছে হস্তান্তর করেছিলেন বলে সিদ্দিক সালিক উল্লেখ উল্লেখ করেন। তিনি আরও লিখেছেন, ৭ই মার্চ সকালে পাকিস্তানে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জোসেফ সিম্পসন ফারল্যান্ড শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন। মার্চ মাসের শুরু থেকে পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্যদের এনে ঢাকায় জড়ো করতে থাকে। সাতই মার্চের জনসভায় শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তাহলে এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে বলে পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তারা বলেছিলেন। ১৯৭১ সালে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪তম ডিভিশনের জিওসি ছিলেন মেজর জেনারেল খাদিম হুসেইন রাজা। 'অ্যা স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওউন কান্ট্রি' বইতে মি. রাজা তার বইতে এর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ৬ই মার্চ আওয়ামী লীগের দুই ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে এসেছিল। জেনারেল রাজা দাবি করেন, সেই ব্যক্তিদের তিনি বলেছিলেন, ক্যান্টনমেন্টে সৈন্যরা অস্ত্র ও ট্যাঙ্ক নিয়ে তৈরি আছে। রেসকোর্স ময়দান থেকে তিনি সরাসরি শেখ মুজিবের ভাষণ শোনার ব্যবস্থাও রেখেছেন। শেখ মুজিব যদি পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে আক্রমণ করে এবং একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় তাহলে সৈন্যরা সাথে সাথে জনসভার দিকে অগ্রসর হবে এবং সেখানে হামলা চালাবে। "প্রয়োজনে ঢাকা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে," এমন কথা জেনারেল রাজা উল্লেখ করেছেন তার বইতে। সাতই মার্চ সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ছিল লোকে-লোকারণ্য। এ অবস্থা এর আগে থেকেই অবশ্য চলমান ছিল। আওয়ামী লীগ নেতা ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সকাল থেকেই সেখানে জমায়েত হতে থাকেন। জনসভার বিষয় নিয়ে তিনি নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন।

এরপর তিনি সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে একটি বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন – সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ.এই.এম. কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ড. কামাল হোসেন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বলেন যে, তারা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন – রেসকোর্সের জনসভায় চার দফা ঘোষণা দেয়া হবে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি সংহতি রেখে এ ঘোষণা দেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এরপর এই চার-দফার একটি

খসড়া প্রস্তুত করে ড. কামাল হোসেন শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদন নেন। তার অনুমোদনের পর সেটি টাইপ করা হয়। ড. ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, টাইপ করা কপির সাথে হাতে লেখা খসড়া কপি মিলিয়ে দেখার দায়িত্ব শেখ মুজিব তাকে দিয়েছিলেন। "এক পর্যায়ে খন্দকার মোশতাক কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ইশতেহারে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা। তিনি (খন্দকার মোশতাক) বলেন যে, সামরিক শাসনের ক্ষমতাবলে জারীকৃত আইনগত কাঠামো-এর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ঢাকায় বসে পাকিস্তানের অখণ্ডতা লজ্ঘন সংক্রান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার ব্যাপারটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং এই ব্যাপারটা এই ইশতেহারে লেখা হয়নি," লিখেছেন ড. ওয়াজেদ মিয়া। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে নৌকা আকৃতির মতো করে জনসভার মঞ্চ করা হয়েছিল। সকাল থেকেই লাখো মানুষ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের দিকে যেতে থাকে। পুরো রেসকোর্স ময়দান ও তার আশপাশের এলাকা একবারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিকেল চারটার পর শেখ মুজিবুর রহমান সভাস্থলে আসেন। সে ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলন আরও জোরদার করার আহবান জানান। একই সাথে তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রতি চারটি দাবি তুলে ধরেন।

১. অবিলম্বে মার্শাল ল প্রত্যাহার করতে হবে

২. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

৩. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে

৪. সেনাবাহিনীর গুলি বর্ষণ ও মানুষ হত্যার ঘটনা তদন্ত করতে হবে

তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, "সামরিক শাসন তুলে নেয়া এবং সৈন্যদের ব্যারাকে ফেরত নেয়াসহ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি চারটি শর্তের ব্যাপারেই শুধু বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেছিলেন। ভাষণ দিতে বাসা থেকে বেরোনোর সময় শেখ মুজিবকে তাঁর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বলেছিলেন - তুমি যা বিশ্বাস করো, তাই বলবে। ৭ই মার্চের সেই ভাষণ তিনি নিজের চিন্তা থেকেই দিয়েছিলেন। ভাষণটি লিখিত ছিলো না।" রেসকোর্সে ৭ই মার্চের বহু প্রত্যাশিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ঘোষণা করলেন – "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সে বিশাল সমাবেশ এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনোভাব দেখে বেশ চিন্তায় পড়ে যায় পাকিস্তান সরকার। একই সাথে তারা বুঝতে পারে শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ রীতিমতো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা শ্রেণি পেশার মানুষ সে ভাষণ শোনার জন্য রেসকোর্স ময়দানে এসেছিলেন। জাহানারা ইমামের বর্ণনায় - কত দূর-দূরান্তর থেকে যে লোক এসেছিল মিছিল করে, লাঠি আর রড ঘাড়ে করে – তার আর লেখাজোখা নেই। টঙ্গী, জয়দেবপুর ডেমরা – এসব জায়গা থেকে তো বটেই, চব্বিশ ঘণ্টার পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে ঘোড়াশাল থেকেও বিরাট মিছিল এসেছিল গামছায় চিড়ে-গুড় বেঁধে। অন্ধ ছেলেদের মিছিল করে মিটিংয়ে যাওয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। বহু মহিলা, ছাত্রী মিছিল করে মাঠে গিয়েছিল শেখের বক্তৃতা শুনতে।

সাতই মার্চ ভাষণের পর শেখ মুজিবুর রহমান আশঙ্কা করছিলেন যে তার ওপর যে কোন সময় পাকিস্তানী বাহিনীর পদক্ষেপ আসতে আসতে পারে। এ বিষয়টি তিনি পারিবারিক মহলেও বলেছিলেন।"৭ই মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, রেহানা, রাসেল, শেখ শহীদ, শাশুড়ি ও আমাকে নিয়ে খাওয়ার সময় গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার যা বলার ছিল তা আজকের জনসভায় প্রকাশ্যে বলে ফেলেছি। সরকার এখন আমাকে যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার বা হত্যা করতে পারে। সেজন্য আজ থেকে তোমরা প্রতিদিন দু'বেলা আমার সঙ্গে একত্রে খাবে," লিখেছেন ওয়াজেদ মিয়া। সিদ্দিক সালিকের বর্ণনায় – রেসকোর্স ময়দানে মানুষের যে জোয়ার এসেছিল সেটি জনসভা শেষে ভাটার মতো মিলিয়ে গেল। মানুষজনকে দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন কোন মসজিদ বা চার্চের ধর্মীয় জমায়েত থেকে ফিরছে, যেখানে তারা সন্তুষ্টির বাণী শুনেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ ভাষণের পর তাঁর নির্দেশে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন। এরপর থেকে শেখ মুজিবুর রহামনের নির্দেশে চলতে থাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। ৭ই মার্চ সরকারের এক তথ্য বিররণীতে বলা হয়, সপ্তাহ-জুড়ে সহিংসতায় ১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮জন আহত হয়। এদের মধ্যে ৭৮জন নিহত হয় চট্টগ্রামে বিক্ষোভকারীদের নিজেদের মধ্যে সংঘাতে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৬.০৩.২০২৪ রিহাব)

দ্রব্যমূল্য, গুজব আর মাদক সহ আরও যে সব বিষয় উঠে এলো ডিসি সম্মেলনে

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আর জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় ডিসিদের ক্ষমতা বাড়ানোর মতো বিষয়গুলোতে জোর দিয়ে বাংলাদেশে চার দিনের জেলা প্রশাসক বা ডিসি সম্মেলন শেষ হয়েছে বুধবার। এই সম্মেলনে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে দেশের প্রশাসনে মাঠ পর্যায়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে ডিসিদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার ওপর জোর দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি কোনও ভুলে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ না হয়, সে দিকেও ডিসিদের সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন সরকারের মন্ত্রীরা। তবে জেলা প্রশাসকরা সরকারকে জানিয়েছেন বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে উদ্বেগ আছে, তা ছাড়াও জেলা পর্যায়ে মাদকের বিস্তার আর সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো যেভাবে বাড়ছে তাতেও তারা উদ্বিগ্ন। বুধবার সম্মেলনের শেষ দিনে ডিসিদের সাথে বৈঠকের পর এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেছেন ডিসি সম্মেলনে আলোচনার জন্য মোট ২৫৬টা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন জেলা প্রশাসকরা। বাংলাদেশে গত সাতই জানুয়ারি বিরোধী দল বিএনপি-কে ছাড়াই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে

নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর এটাই ছিল প্রথম ডিসি সম্মেলন। এই সম্মেলনটি সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের মাঠ পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে বার্ষিক ও রুটিন সম্মেলন হিসেবেই অবশ্য বিবেচিত হয়। এই সম্মেলনে মূলত সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন জেলা প্রশাসকরা। এজন্য সম্মেলনের আগেই নিজ জেলার বিভিন্ন সংকট বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে প্রস্তাব পাঠান মাঠ প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্মকর্তারা।

এবারের সম্মেলনের আগে ডিসিদের দিক থেকে আলোচনার জন্য মোট প্রস্তাব এসেছিল ৩৫৬টি। গত রোববার সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জানা গেছে, সম্মেলনে ডিসিদের তরফ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, বিশেষ করে আসন্ন রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন সংকটে করণীয় সম্পর্কে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে সরকারের মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে ডিসিদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্রশাসন ও সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে, এমন কিছু যেন না হয়। নাম প্রকাশ না করার অনুরোধে দেশের উত্তর ও দক্ষিণের দুটি জেলার দুই ডিসি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন সম্মেলনে সরকারের দিক থেকে নির্দেশনা আসার পাশাপাশি ডিসিরা যে সব সংকট তুলে ধরেছেন সেগুলোর সমাধানে করণীয় সম্পর্কে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। "শুরুর দিনেই রমজান মাসে কেউ যাতে অন্যায়ভাবে পণ্য মজুত করে সংকট তৈরি না করতে পারে সে জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। তাছাড়া প্রতি মাসে ডিসিদের সভা করে সংকটগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করতে বলা হয়েছে। ডিসি পর্যায়ে যেগুলো সমাধান করা যাবে না সেগুলো দ্রুত সরকারকে জানাতে বলা হয়েছে", বলছিলেন একজন জেলা প্রশাসক। আবার সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসকদের কাজ-কর্মে সতর্ক থাকার পরামর্শও এসেছে মন্ত্রীদের দিক।

মঙ্গলবার ডিসিদের সাথে বৈঠক শেষে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, "ছোট্ট কোনও ভুলে যাতে পুরো ক্যাডার সার্ভিস বা সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট না হয়, সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সতর্ক করা হয়েছে"। তার সঙ্গে ডিসিদের বৈঠকে তেরোটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মি. হোসেন বলেছিলেন, "যেসব বিষয়ে জনঅসন্তোষ রয়েছে, সেগুলোতে মনিটরিং বাড়াতে হবে এবং সেবা যথাযথ দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে পরিদর্শন আরও বাড়াতে বলা হয়েছে। কারণ, অবকাঠামো উন্নয়নের পর আমাদের এবারের লক্ষ্য মনিটরিং কার্যক্রম বাড়ানো", জানান মি হোসেন। বৈঠক সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন মঙ্গলবার মোট বারোটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পৃথক অধিবেশন ছিল জেলা প্রশাসকদের। কিন্তু ঘুরে ফিরেই উঠে এসেছিলো দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণে করণীয় প্রসঙ্গ। "কেউ বাজার অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করলে চুয়াত্তর সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে", বলছিলেন একজন জেলা প্রশাসক। অন্যদিকে, ডিসিদের সাথে বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছিলেন যে, করোনার সময়ের মতো ভার্চুয়াল আদালত চালু করা যায় কি না, তা চিন্তা করার কথা বলেছেন জেলা প্রশাসকরা। "আর আমাদের দিক থেকে যেসব মাদক পরিবহন সহজ, সেগুলো নিয়ে জেলা প্রশাসকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে," বলছিলেন তিনি। ডিসিদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক। পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান যে জরুরি দরকারের সময়ে সামরিক হেলিকপ্টার ব্যবহারের সুযোগ এবং সীমান্তে প্রতিবেশী দেশ থেকে এসে ইলিশ মাছ ধরে নেওয়া ঠেকানো-সহ বেশ কিছু প্রস্তাব তারা পেয়েছেন ডিসিদের কাছ থেকে।

তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ডিসিদের সাথে তার বৈঠক শেষে জানিয়েছেন গুজব প্রতিরোধে জেলা প্রশাসকদের চারটি পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এগুলো হলো ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা, প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা। আর তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ডিসিদের সাথে বৈঠকের পর বলেছেন গুজব ছড়ানোর জন্য দায়ী অনলাইন পোর্টালগুলোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার বিষয়ে ডিসিদের সাথে তার আলোচনা হয়েছে। "গোটা দেশের গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা দরকার। সাংবাদিকদের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ ও গণমাধ্যমকর্মী আইন দ্রুত করে ফেলা দরকার। জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকেও একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে", মঙ্গলবার ডিসিদের সাথে তার বৈঠকের পর বলেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, সম্মেলনের শেষ দিকে আজ বুধবার ডিসিদের সাথে বৈঠক শেষে এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেছেন দেশজুড়ে এডিস মশা প্রতিরোধে সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৬.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী, কৃষক ও দরিদ্র মানুষ

নারী, কৃষক, দরিদ্র মানুষ এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন বলে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। বুধবার (৬ মার্চ) প্রকাশিত সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। 'দ্য আনজাস্ট ক্লাইমেট' শীর্ষক এফএও প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার অসম ক্ষমতার কারণে, কিছু সামাজিক গোষ্ঠী জলবায়ু সম্পর্কিত আয়-বৈষম্যের কারণে, অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। আটজন বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন পরামর্শকের একটি দল দুই বছর ধরে এই গবেষণা পরিচালনা করেন। এই গবেষণায় ২৪টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের এক লাখ ৯ হাজার গ্রামীণ পরিবারের আর্থ-

সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্য, ৯৫ কোটির বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। গবেষণা অনুসারে, গড় তাপমাত্রা যদি মাত্র এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে তবে, পুরুষের তুলনায় গ্রামীণ নারীরা তাদের মোট আয়ের ৩৪ শতাংশ বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা তাদের জলবায়ু-সংবেদনশীল কৃষির ওপর আরো বেশি নির্ভরশীল করে তোলে। আর, এই জনগোষ্ঠী বন্যার কারণে, দরিদ্র নয় এমন পরিবারের তুলনায় তাদের মোটের ৪ দশমিক শতাংশ হারাবে। লিঙ্গ, সম্পদ ও বয়স অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা এই গবেষণার লক্ষ্য হলো ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া বিকাশে দেশগুলোকে নির্দেশনা দেয়া।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ এলিনা)

জাতীয় সংসদে বিএনপির কড়া সমালোচনা করলেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপির কড়া সমালোচনা করেছেন। মঙ্গলবার (৫ মার্চ) জাতীয় সংসদের সমাপনী অধিবেশনে, রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নেন তিনি। এ সময় বিএনপির এমন সমালোচনা করেন সংসদ নেতা শেখ হাসিনা। গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত চলতি জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন গত ৩০ জানুয়ারি শুরু হয়। শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০২৩ সালে বিএনপি-জামায়াত জোটের সহিংসতা ও অগ্নিকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন। এসময় একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট প্রদর্শন করা হয়। শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি দিনের পর দিন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিএনপি-জামায়াত জোটের অগ্নিসন্ত্রাসে এখনো অনেকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। বিএনপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী রাজনৈতিকভাবে গ্রেফতার হয়েছেন; এই অভিযোগের বিষয়ে শেখ হাসিনা প্রশ্ন রেখে বলেন, "কারা রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে পরিচিত হবে?" তিনি আরো বলেন, যারা আগুন জ্বালিয়ে মানুষ হত্যা করেছে তারা কীভাবে রাজনৈতিক বন্দী হতে পারে। বরং তারা সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও অপরাধী। "রাজনৈতিক কারণে কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। যারা গ্রেফতার রয়েছেন, তারা হয় হুকুমদাতা, সরাসরি ঘটনার সঙ্গে জড়িত বা অর্থদাতা। সুতরাং, অর্থদাতা, হুকুমদাতা বা যারা সরাসরি জড়িত তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না;" শেখ হাসিনা আরো বলেন। সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় অগ্নিসন্ত্রাসের ঘটনায় দায়ের করা মামলার সাক্ষী ও নথি দ্রুত নিষ্পত্তি এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান সংসদ নেতা শেখ হাসিনা। গাজার হাসপাতালে ইসরাইলের হামলার প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, ইসরাইল সেখানে শিশু ও নারীদের হত্যা করছে। তিনি বলেন, "ফিলিস্তিনে ইসরাইল যা করছে, বিএনপির চরিত্র এখানে তেমনই। বিএনপি বাংলাদেশের জন্য আজরাইল হয়ে গেছে।" প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি। "দেশে-বিদেশে অভিযোগ করে কোনো লাভ হবে না। আর, বিদেশিরা যা বলবে, তাতে দেশ চলবে না। আমরা সব দেশের নির্বাচন দেখেছি" যোগ করেন শেখ হাসিনা। তিনি আরো বলেন যে, ৭ জানুয়ারির সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নারী ও নতুন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "অতীতে এ ধরনের সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি।" আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে, সাধারণ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করা হবে বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। আসন্ন জাতীয় বাজেটে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটবে বলে উল্লেখ করে তিনি। বলেন, "আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের পাঁচ বছরের মেয়াদে আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি সমূহ বাস্তবায়ন করবো।" মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা সংসদে জানান যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ স্টাইলের গণতন্ত্র চলছে, বললেন নজরুল ইসলাম খান

বাংলাদেশে এখন আওয়ামী লীগ স্টাইলের গণতন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য নজরুল ইসলাম খান। বুধবার (৬ মার্চ) রাজধানী ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে, জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। "ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকায়, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক অনন্য পার্লামেন্ট;" বলেন নজরুল ইসলাম খান। "এটা এক অদ্ভুত ধরনের সংসদ; যেখানে ক্ষমতাসীন দলের রয়েছে ৩৩৭টি আসন। আর, তাদের দয়ায় বিরোধী দলের আছে ১৩টি আসন। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা ভিন্ন নয়, যেহেতু তারা আওয়ামী লীগের সদস্য" যোগ করেন তিনি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান উল্লেখ করেন যে এ ধরনের গণতন্ত্রের জন্য ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়নি। তিনি বলেন, "১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে আমাদের গণতন্ত্র সমাহিত হয়।" রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জনগণের ক্ষমতায়ন ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, "পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে স্বৈরাচারী এইচ এম এরশাদ আমাদের

গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেয় এবং ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া তা আবার ফিরিয়ে আনেন।" গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিএনপি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল এত ত্যাগ স্বীকার করেনি বলে উল্লেখ করেন নজরুল ইসলাম খান। তিনি জানান, তাদের হাজার হাজার নেতা-কর্মী কারাগারে রয়েছেন এবং বেগম জিয়া ও তারেক রহমানকে 'মিথ্যা' মামলায় দোষী করা হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবার (৫ মার্চ) দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী অধিবেশনে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপির কড়া সমালোচনা করেছেন। শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০২৩ সালে বিএনপি-জামায়াত জোটের সহিংসতা ও অগ্নিকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন। এসময় একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট প্রদর্শন করা হয়। শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি দিনের পর দিন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিএনপি-জামায়াত জোটের অগ্নিসন্ত্রাসে এখনো অনেকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। বিএনপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী রাজনৈতিকভাবে গ্রেফতার হয়েছেন; এই অভিযোগের বিষয়ে শেখ হাসিনা প্রশ্ন রেখে বলেন, "কারা রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে পরিচিত হবে?" তিনি আরো বলেন, যারা আগুন জ্বালিয়ে মানুষ হত্যা করেছে তারা কীভাবে রাজনৈতিক বন্দী হতে পারে। বরং তারা সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও অপরাধী। "রাজনৈতিক কারণে কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। যারা গ্রেফতার রয়েছেন, তারা হয় হুকুমদাতা, সরাসরি ঘটনার সঙ্গে জড়িত বা অর্থদাতা। সুতরাং, অর্থদাতা, হুকুমদাতা বা যারা সরাসরি জড়িত তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না;" শেখ হাসিনা আরো বলেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ এলিনা)

রমজানে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে, অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (৬ মার্চ) রাজধানী ঢাকার কুর্মিটোলায়, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি। "পবিত্র রমজান আসছে। এ মাসে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী লোভ-লালসা সংবরণ করার পরিবর্তে আরো লোভী হয়ে ওঠে, এটা খুবই দুঃখজনক" শেখ হাসিনা আরো বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ শুরু করে, দাম বাড়ায় এবং নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। "এসব অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে:" তিনি যোগ করেন। ইদ সামনে রেখে, জাল নোটের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে র‍্যাব সদস্যদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "এসব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এবং আমি আপনাদের অভিযান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।" উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব-৭ এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ এলিনা)

বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত হবে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, অন্যতম স্মরণীয় দিন ৭ মার্চ। বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপিত হবে। জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কো, ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমাবেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম অনুপ্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু তার ১৯ মিনিটের ভাষণে, পাকিস্তান সরকারের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে বাঙালির প্রতি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঘোষণা

করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। বিশাল জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।” বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, যেহেতু আমরা রক্ত দিতে শিখেছি, আমরা আরো রক্ত দেবো। ইনশাআল্লাহ, এদেশের মানুষকে মুক্ত করেই ছাড়বো। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিলো; যা সমগ্র জাতিকে তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দমনমূলক শাসন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সকাল ৭টায় ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকাল সাড়ে ১০টায়, এ উপলক্ষ্যে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের স্মরণে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি পালনের লক্ষ্যে, ২০২০ সালের ৭ অক্টোবর, ৭ মার্চকে ‘জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস’ এর পরিবর্তে ‘ঐতিহাসিক দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

পণ্য মজুতদারি ও জাল নোটের বিরুদ্ধে র‍্যাবকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

আসন্ন রমজান ও ইদের আগে খাদ্য মজুতকরণ ও জাল টাকার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে র‍্যাবকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :
আসন্ন রমজান ও ইদের আগে খাদ্য মজুতকরণ ও জাল টাকার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে র‍্যাবকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক ও কিশোর গ্যাং কালচারের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রমজান মাসে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো মজুত করে রাখে এবং সেগুলোর দাম বাড়াতে অনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিড়ম্বনায় ফেলে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেশি মুনাফাখোর হয়ে ওঠে, তারা ভুলে যায় যে রমজান হলো আত্মসংযমের মাস। র‍্যাব সদর দফতরে ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইদের আগে সাধারণত জাল টাকার প্রচলন বেড়ে যায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ লক্ষ্যেও ইদের আগে নজরদারি আরও বাড়াতে হবে র‍্যাব সহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও (স্বকণ্ঠে) : এখন আমাদের রোজা সামনে। এই রমজান মাসে এটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়, রমজান বলা হয়েছে, সংযমের মাস। সংযমতাকেই সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখি আমাদের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে তারা যেন সংযমতার পরিবর্তে আরও লোভী হয়ে পড়ে। আমরা চাই, আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের দেশকে আরো উন্নত করতে হবে। আমাদের যে সমস্ত সম্পদ সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

দুর্ঘটনার পরেই তৎপরতা, বছর জুড়ে খোঁজ থাকে না তদারকি সংস্থার; ঝুঁকির মধ্যে নগরবাসী

বাংলাদেশের ভবন নির্মাণে মানা হচ্ছে না বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)। অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে বহুতল ভবন। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :
ভবন নির্মাণে মানা হচ্ছে না বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)। অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে অনেক বহুতল ভবন। যদিও ঢাকায় অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে ঠিক কতগুলো ভবন নির্মিত হয়েছে, তা জানা নেই রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক)। ঢাকার বনানীর এফআর টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর ভবনটির নকশা অনুমোদনে বিধি লঙ্ঘন এবং নির্মাণে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ৬২ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। এরপরই টনক নড়ে রাজউকের। ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধানে রাজধানীতে নির্মিত বহুতল ভবনগুলো পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয় সংস্থাটি। তবে ১ হাজার ৮১৮টি ভবন পরিদর্শনের পর থেমে গেছে সে উদ্যোগ। সম্প্রতি বেইলী রোড ট্রাজেডির পরে আবারো আলোচনায় এসেছে নগরীর ভবনগুলোর অব্যবস্থাপনা নিয়ে। জানা গেছে, রাজউকের ২৪টি দল ১ হাজার ৮১৮টি ভবন পরিদর্শনের পর ১ হাজার ৪৭টি ভবনে বিভিন্ন ধরনের ব্যত্যয় খুঁজে পেয়েছিলেন। এছাড়া অনুমোদিত নকশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন ৪৭৮টি ভবনের মালিক। এরপর পরিদর্শনে নির্মাণ ত্রুটি পাওয়া ভবন মালিকদের নোটিস দেয় রাজউক। কিন্তু নোটিস পাওয়ার পর ভবন মালিকরা কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো তদারকি পরিচালনা করেনি ঐ সংস্থাটি। নিয়মকানুন না মেনে গড়ে ওঠা রাজধানীর কতটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ, তার সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান সরকারের কোনো সংস্থার কাছেই নেই। অথচ বিল্ডিং কোড মেনে চলাকে বিধিভুক্ত নিয়ম বলেই জানালেন বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক আশরাফুল আলম (স্বকণ্ঠে) : কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিল্ডিং, বিশেষ করে ঢাকা শহরে নির্মিত হয়েছে এগুলোর মানে আমার গবেষণায় আসছে প্রায় ৭০% এর অধিক বিল্ডিংয়েই ন্যাশনাল কোড মেনে এটার প্রতিফলন করা হয় নাই। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা করে প্রায় ৭০ হাজার ভবন ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে বলে জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিল্ডিং কোড যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তবে রাজধানীতে বহুতল ভবনের ৯০ শতাংশ ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে। এজন্য ভবন নির্মাণ বিধিমালা প্রয়োগ খুবই জরুরি

বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজানুর রহমান (স্বকণ্ঠে) : এই ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে কয়জনে বিল্ডিং বানাচ্ছে সেটা সুপারভাইস করার মত জনবলও নাই বা তারা সেটা করছেও না বা সেটার সক্ষমতা আছে কিনা সেটা তারা বলতে পারবে। কিন্তু আসলে বাস্তবে এটা সুপারভাইস হচ্ছে না।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

রোজার আগে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির মূল কারণ সরকারদলীয় সিন্ডিকেটের লুটপাট : রিজভী

বাংলাদেশের বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, রোজার আগে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির মূল কারণ সরকারদলীয় সিন্ডিকেটের লুটপাট। আজ বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন তিনি। রিজভী বলেন, সবজির ভরা মৌসুমেও পেঁয়াজ সহ সব জিনিসের দাম এখন আকাশচুম্বী। বাংলাদেশের ইতিহাসে ভরা মৌসুমে পেঁয়াজের চড়া মূল্য নজিরবিহীন ঘটনা। রিজভী তার ভাষায় বলেন, রোজার আগে ডিম, মাছ, গোশত সহ সকল নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির মূল কারণ হলো সরকার দলীয় সিন্ডিকেটের লুটপাট। ডামি সরকারের মন্ত্রীরা, গরিব সাধারণ মানুষের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আচরণ করছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

বরগুনায় দুই প্রেসক্লাবের দ্বন্দ্বে সাংবাদিক মাসউদের মৃত্যু

বরগুনায় দু'টি প্রেসক্লাব। একটি বরগুনা প্রেসক্লাব, আরেকটি বরগুনা জেলা প্রেসক্লাব। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বরগুনা প্রেসক্লাবে আটকে রেখে মাসউদকে মারধর করা হয়। তার জেরে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই হয় তার। মারধরে আহত হওয়ার পর হাসাপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন মাসউদ। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। সে অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক হলে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার সেখানেই মারা যান তিনি। মাসউদের স্ত্রী সাজেদা এই ঘটনায় ১৩ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বরগুনা প্রেসক্লাবে সদস্যপদ না পেয়ে ২০১৫ সালে বরগুনা জেলা প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন তালুকদার মাসউদ। সেই থেকে দুই প্রেসক্লাবের মধ্যে চলছিল দ্বন্দ্ব। সাংবাদিক তালুকদার মাসউদ ছিলেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত ভোরের ডাক পত্রিকার বরগুনা জেলা প্রতিনিধি। তিনি একটি আইপি টিভিতেও কাজ করতেন। পাশাপাশি বরগুনা সদর উপজেলার নলটোনা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যও ছিলেন তিনি। দ্বিতীয়বারের মতো তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন গোরাপদ্মা এলাকার আবদুল ওয়াহাব মাস্টারের ছেলে তালুকদার মাসউদ। তার স্ত্রী সাজেদা দক্ষিণ চরকগাছি বহুমুখি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। এছাড়া তার দুই সন্তানের মধ্যে মেয়ে সাদিয়া তালুকদার তন্নি বরগুনা পলিটেকনিক্যালের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্রী আর ছেলে তানহা তালুকদার বরগুনা জিলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণী ছাত্র। ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বরগুনা জেলা প্রতিনিধি মুশফিক আরিফ। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ‘‘সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আমি সহ তালুকদার মাসউদ ক্যারাম খেলছিলাম। এ সময় ক্লাবে আসেন এনটিভির জেলা প্রতিনিধি সোহেল হাফিজ (আ স ম হাফিজ আল আসাদ)। তিনি আমাদের দেখেই বলেন, মাসউদকে ক্লাবে কে এনেছে ? আরিফ, আপনি এনেছেন ? জবাবে আমি বললাম, আমি তো দেখলাম মাসউদ আপনার সঙ্গে এসেছে। এ সময় তিনি মোবাইল বের করে ভিডিও শুরু করেন। এরপর সদস্য লাউঞ্জে চলে যান। কিছুক্ষণ পর আমার মনে হলো, হাফিজ কেন ভিডিও করল? তখন আমি সদস্য লাউঞ্জে গিয়ে মোবাইল বের করে ফাজলামির মতো করে তার দিকে মোবাইল ধরে বলি, ‘এখন আপনি আমাকে ইন্টারভিউ দেন। বলেন, কেন ভিডিও করলেন?' আমাদের এই আলাপচারিতার মধ্যে মাসউদও সেখানে হাজির হন। এক পর্যায়ে কোনো কথা ছাড়াই হাফিজ উত্তেজিত হয়ে মাসউদের কলার চেপে মারধর শুরু করে। তখনও আমি ভিডিও করছি। এক পর্যায়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করি। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার সঙ্গে থাকা ক্যামেরাপার্সনসহ কয়েকজন মিলে মাসউদকে মারধর করতে থাকে। এক পর্যায়ে হাফিজ তার লোকজনকে গেইট বন্ধ করতে বলেন। আমি বারবার চেষ্টা করেও তাদের থামাতে পারিনি। এক পর্যায়ে একটা রুমে মাউদকে নিয়ে আমি সামনে দাঁড়াই। তখনও ওরা গালিগালাজ করছিল। আমি মাসউদকে নিয়ে যে রুমে ছিলাম, ওই রুমের লাইট আর ফ্যান তারা বন্ধ করে দেয়। এ সময় মাসউদ ঘামছিল, আর পানি চাচ্ছিল। কিন্তু হাফিজের নির্দেশে কেউ পানিও দেয়নি। এক পর্যায়ে মাসউদ আমার কোলের উপর শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্লোরে শুয়ে পড়ে। তখনও তাকে পানি দেয়নি ওরা। পরে পুলিশ আসার পর আমি পানির একটা বোতল কিনে তার মুখে পানি দেই। পুলিশ আসলেও ওরা গেট খুলছিল না।”

ঘটনার পরপর সেখানে হাজির হন বরগুনা সদর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ কে এম মিজানুর রহমান। তালা খোলার পর ভেতরে প্রবেশ করেন তিনি। সেদিনের ঘটনা জানতে চাইলে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ‘‘আমরা যখন ভেতরে যাই, তখন ফ্লোরে শুয়ে ছিলেন মাসউদ। আমরা তাকে তুলে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে সোহেল হাফিজ তখনও অশ্লীল ভাষায় মাসউদকে গালিগালাজ করতে থাকে। তিনি বলছিলেন, তার (মাসউদ) কিছুই হয়নি, ভান ধরেছে, যেটা আমাদেরও ভালো লাগেনি। পরে আমরা তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি।'' তবে প্রেস ক্লাবের সভাপতি, জনকণ্ঠ ও এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা কাশেম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘ওই দিন

সেখানে সামান্য হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। গ্রেপ্তার এড়াতে মাসউদ অভিনয় করেছিল। পরে চিকিৎসা শেষে তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। এই ঘটনার সঙ্গে প্রেসক্লাবের ঘটনার কোনো যোগসূত্র নেই। প্রেসক্লাবের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য যারা সদস্য হতে পারে না, তারা অপপ্রচার করে। মাসউদের মৃত্যু যে হার্ট অ্যাটাকে হয়েছে সেটা হাসপাতালের চিকিৎসক পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।"

বরগুনা প্রেসক্লাবে সদস্য হওয়ার কিছু শর্ত আছে। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের একটি কেউ সদস্য হতে হলে তাকে ডিগ্রি পাশ হতে হবে। কিন্তু শর্ত পূরণ করলেও অনেককে সেখানে সদস্য করা হতো না। যারা এই ক্লাবের সিনিয়র, তাদের এক ধরনের 'মনোপলি' সেখান আছে। সোহেল হাফিজ সেখানে প্রভাবশালী সদস্য। আগে কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ছিলেন সোহেল হাফিজ। সেখান থেকে তার চাকরি চলে যায়। সেখানে চাকরি হয় মিজানুর রহমানের। হাফিজের ধারণা, মিজানুর রহমানের কারণে তার চাকরি গেছে। এই কারণে তিনি প্রভাব খাটিয়ে মিজানুর রহমানের প্রেসক্লাবের সদস্যপদ বাতিল করেন। এছাড়া মাসউদও অনেকদিন চেষ্টা করে সদস্য হতে পারছিলেন না। পরে ২০১৫ সালের ২৯ জুলাই মাসউদ বরগুনা জেলা প্রেসক্লাব নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। তার সঙ্গে যোগ দেন যারা এতদিন প্রেসক্লাবের সদস্য হতে পারিনি তারা এবং বহিস্কৃতরা। মাসউদ প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠা করে রেজিস্ট্রেশনও করিয়ে নেন। এই রেজিস্ট্রেশন বরগুনা প্রেসক্লাবের নীতিনির্ধারকদের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। প্রেসক্লাবের কর্মকর্তারা কয়েকবার মাসউদের সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠকও করেন। তাকে সদস্যপদ দেওয়া হবে- এই শর্তে জেলা প্রেসক্লাব বিলুপ্ত করতে বলা হয়। এই আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। তাই মাঝে মধ্যেই মাসউদ প্রেসক্লাবে গিয়ে চা চক্রে যোগ দিতেন, কথাবার্তা বলতেন। প্রেসক্লাবের ১০ জন সদস্য (কেউ কেউ পরিবার নিয়ে) ১৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা সফরে কলকাতা যান। এর মধ্যে প্রেসক্লাবের সভাপতি গোলাম মোস্তাফা, সাধারণ সম্পাদক জাফর হোসেন হাওলাদারও ছিলেন। কলকাতায় তারা কলকাতা প্রেসক্লাব ও উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। উপকূলীয় এলাকার জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে অনেক সময় ভারতের সীমানায় চলে যান, সেখান থেকে তাদের ধরে কারাগারে রাখা হয়- এগুলো নিয়ে মূলত কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন বরগুনা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি দল। তারা যাওয়ার পরেরদিন, অর্থাৎ, ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেসক্লাবে এই ঘটনা ঘটে। ক্লাব সদস্যদের দাবি, মাসউদ প্রেসক্লাব দখল করার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন। সোহেল হাফিজ তাদের প্রক্রিয়ায় বাধা দিয়েছেন।

প্রেসক্লাবে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আলোচনা করে সমাধানে যেতে বলেছিলেন। ২ মার্চ আলোচনার সময় নির্ধারণ করা হয়। এর আগেই ২৯ ফেব্রুয়ারি আদালতে মাসউদকে প্রধান আসামি করে দ্রুত বিচার আইনে মামলার আবেদন করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জাফর হাওলাদার। আদালত থানাকে মামলাটি রেকর্ড করে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। ১ মার্চ মামলাটি থানায় রেকর্ড হয়। ২ মার্চ ক্লাবের সদস্যরা মাসউদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করে তার বিচার দাবি করেন। মাসউদকে প্রেসক্লাবে আটকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন মাসউদের স্ত্রী সাজেদা। মামলায় এনটিভির জেলা প্রতিনিধি সোহেল হাফিজ (৪৭), আরিফুল ইসলাম মুরাদ (২৮), মো. কাসেম হাওলাদার (৩০), যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি ফেরদৌস খান ইমন (৪০), মো. সাইফুল ইসলাম মিরাজ (৩০), মো. ছগির হোসেন টিটু (২৮), ডিবিসি নিউজের জেলা প্রতিনিধি আবদুল মালেক মিঠু (২৮), ওয়ালিউল্লাহ ইমরান (২৮), জাহিদুল ইসলাম মেহেদী (২৮), সোহাগ হাওলাদার (২৫), এ এস এম সিফাত (২৭), শহিদুল ইসলাম শহিদ (৪৫) এবং মোহনা টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি মো. জাফর হোসেন হাওলাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে পাঁচ জন প্রেসক্লাবের সদস্য। চারজন বিভিন্ন অনলাইন গণমাধ্যমের সাংবাদিক এবং তিন জন বিভিন্ন টেলিভিশনের ক্যামেরাপার্সন। বাকি একজন ইউপি সদস্য নির্বাচনে মাসউদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

মামলায় বলা হয়েছে, ভোরের ডাক পত্রিকার বরগুনা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত থাকায় তালুকদার মাসউদ বরগুনা প্রেসক্লাবের সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে ২০১৫ সালের ২৯ জুলাই 'বরগুনা জেলা প্রেসক্লাব' নামে একটি সংগঠন করেন। এ কারণে বরগুনা প্রেসক্লাবের কিছু সদস্য তার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টার দিকে প্রেসক্লাবের সদস্য মুশফিক আরিফের সঙ্গে বরগুনা প্রেসক্লাবে গিয়ে ক্যারাম খেলছিলেন তালুকদার মাসউদ। তাকে ক্যারাম খেলতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে সোহেল হাফিজ গালিগালাজ শুরু করেন। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে সোহেলসহ অন্যরা প্রেস ক্লাবের গেইট বন্ধ করে হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও গেইট তালাবদ্ধ রাখা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ওসি মিজানুর রহমান ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি বশিরুল আলম প্রেস ক্লাবে প্রবেশ করে তালুকদার মাসউদকে উদ্ধার করে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার ১১ দিন পর ২ মার্চ রাত ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তালুকদার মাসউদ মারা যান। মাসউদের স্ত্রী সাজেদা ডয়চে ভেলেকে বলেন, "জেলা প্রেসক্লাব গঠনের পর থেকে সাংবাদিক সোহেল হাফিজ ও তার অনুসারীরা আমার স্বামীর ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। এ নিয়ে একাধিকবার তিনি আমার স্বামীকে হুমকি দিয়েছেন। ঐদিন সকালে ক্লাবে যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছেন। বরগুনা জেলা প্রেসক্লাব নামে আমার স্বামীর কাছে সরকারের রেজিস্ট্রেশন ছিল। এটা কোনোভাবেই মানতে পারছিলেন না তারা। এই কারণে তারা আমার স্বামীকে টার্গেট করেছিলেন। আমার একমাত্র

মেয়ে পড়াশোনা করে, ছেলের বয়স মাত্র ১৩ বছর। স্বামীর মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।" মাসউদের মৃত্যুর পর কেউ হুমকি দিয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ওরা আমাকে ২০ লাখ টাকা দিয়ে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছে। আমি না করে দিয়েছি। আর কেউ হুমকি দেয়নি। তবে আমার বোনকে ফোন করে হাফিজের এক আত্মীয় সাবধানে থাকতে বলেছেন।" মাসউদের মেয়ে সাদিয়া তালুকদার তন্নি ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘ওদের মারধরে বাবা ওইদিন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বরিশাল থেকে বাবাকে ঢাকার হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে পাঠিয়েছিল। সেখানে শরীরিক অবস্থা স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত এনজিওগ্রাম না করতে বলেছিলেন চিকিৎসকরা। বাড়িতে রেখে চিকিৎসার কথা বলেছিলেন। এর মধ্যেই বাবা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে বরিশাল নেওয়া হলে ঐদিন রাতেই তিনি মারা যান। বাবার মৃত্যুতে আমরা এখন এতিম হয়ে গেলাম। আমার বাবাকে মারধর করে ফেলে রেখেছিল। আহতাবস্থায় একটু পানি খেতে চেয়েছিল। এতটাই নির্মম তারা, বাবাকে একটু পানি পর্যন্ত দেয়নি। কী এমন অপরাধ করেছিল আমার বাবা? আমার বাবা কেন প্রেসক্লাবে গিয়েছিল- এই অপরাধে তাকে মেরে ফেলতে হবে? বাবা হারানোর কী বেদনা, যাদের বাবা নেই, শুধু তারাই বুঝতে পারে। ঘটনার সময় বাবা আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, আমাকে প্রেসক্লাবে আটকে রেখে মারধর করা হচ্ছে। আমি ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে প্রেসক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পরে পুলিশ আহতাবস্থায় বাবাকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়। আমার বাবাকে কারা, কীভাবে মেরেছে, সব ভিডিওতে বলেছে। আমি আমার বাবার হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার চাই।’’ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় এলাকাবাসীর উদ্যোগে বরগুনা শহরের পৌর সুপারমার্কেটের সামনের সড়কে হত্যাকাণ্ডের বিচার ও আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে মানবববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে নিহত সাংবাদিকের পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসী অংশ নেন। এতে নিহতের স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে বক্তব্য দেন।

বরগুনা সদর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ কে এম মিজানুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘মামলার পর আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু তারা গা ঢাকা দিয়েছেন। ফলে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। মামলাটির তদন্ত চলছে। প্রাথমিক তদন্তে ঐদিন প্রেসক্লাবে মাসউদকে মারধরের ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। আমরা সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করছি। সেখানে বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ পেয়েছি। এগুলো গুছিয়ে মামলার চার্জশিট দেওয়া হবে।’’ গতকাল মামলায় অভিযুক্ত সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে পাওয়া যায়নি। তাদের সবার মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। একজন আসামির স্বজন ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, ‘‘তিনি উচ্চ আদালত থেকে জামিন নেওয়ার জন্য ঢাকায় অবস্থান করছেন। জামিন পেলে বরগুনা ফিরে যাবেন।’’ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৩.২০২৪ রিহাব)

এনএইচকে

ইউক্রেনের কর্মীদলে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে জাতিসংঘের সংস্থা ও জাপান সরকার

জাতিসংঘের একটি সংস্থা ইউক্রেনের কর্মক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। জাপান সরকার এই আয়োজনে সহায়তা করেছে। মঙ্গলবার রাজধানী কিইভে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হল। ইউক্রেনীয় সরকারী সংস্থার জন্য কর্মরত বহু মহিলা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রাশিয়ার সামরিক অভিযানের মুখে জরুরি সহায়তা ও পুনর্গঠন কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইউক্রেনের জনবলের প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ তাই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ইউক্রেনে জাপানের রাষ্ট্রদূত মাৎসুদা কুনিনোরি বলেন, "পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা এগিয়ে নেয়া'সহ শান্তি ও মানব নিরাপত্তা বজায় রাখতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান একান্ত অপরিহার্য।" জরুরি পরিষেবা সংস্থার জন্য কাজ করা একজন নারী কর্মচারী বলেন যে, যুদ্ধের শুরুর দিনগুলোতে তিনি তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছেন, যাতে করে তিনি তার কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। তিনি বলেন, নারী এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ এলিনা)

জাগো এফএম

কিশোর গ্যাং ও মাদক রোধে র‍্যাবকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

কিশোর গ্যাং ও মাদক রোধে র‍্যাবকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে রমজান ও ইদকে সামনে রেখে খাদ্য মজুদ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরো জোরদার করতে বলেছেন। বুধবার, ৬ই মার্চ কুর্মিটোলায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব সদর দফতরে সংস্থাটির ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে এখন রমজান মাস। রমজানকে বলা হয় সংযমের মাস, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা দেখি এসময় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা যেন সংযমতার পরিবর্তে আরো লোভী হয়ে পড়েন। যে নিত্যপণ্যগুলো আমাদের বেশি প্রয়োজন সেগুলোর মজুদ করে দামবৃদ্ধিসহ নানা কারসাজি করেন। এই অসাধু ব্যবসায়ী এবং পাশাপাশি যারা চোরাকারবারি তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।' সরকারপ্রধান আরো বলেন, 'ইদ সামনে এলেই জাল মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায়। সেসব বিষয়েও নজরদারি আরো বাড়াতে হবে। যদিও এসব বিষয়ে অভিযান চলছে। কাজেই সেই অভিযান আপনারা অব্যাহত

রাখবেন। সেটাই আমাদের কাম্য।' কিশোর গ্যাং ও মাদকের বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের দেশে আরকটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে কিশোর গ্যাং। করোনা মহামারির সময় এদের উত্থান। এ ব্যাপারে অভিযান চলছে এবং বিষয়টির দিকে আমাদের আরো দৃষ্টি দিতে হবে। আর মাদক একটি পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিশেষ করে যুব সমাজের মেধা ও কর্মশক্তি নষ্ট হচ্ছে। তারা বিপথে চলে যাচ্ছে। এই মাদক বিস্তার রোধে র‍্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে যা আরো বেশি কার্যকর করা প্রয়োজন।' তিনি বলেন, মাদক সেবনকারী শুধু নয়, মাদক কারবারি ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। আর কোন কোন এলাকা থেকে মাদক আমাদের দেশে ঢুকে সেসব রুট চিহ্নিত করে তা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে।' এসময় নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, পাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ নির্যাতিতা নারীর পুনর্বাসনেও র‍্যাবের সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন র‍্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত তারিক আহমেদ সিদ্দিক এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে র‍্যাবের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী র‍্যাব সদর দফতরে পৌঁছলে র‍্যাবের একটি সুসজ্জিত দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের অবকাঠামোগত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার সরকার যা করছে, তা সফলভাবে অব্যাহত থাকবে যখন আইন-শৃঙ্খলা বাজায় থাকবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এই ব্যাপারে সচেতন থাকবে।' এসময় সরকারপ্রধান কোভিড-১৯ পরবর্তী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে পণ্য মূল্য ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতি ইঞ্চি অনাবাদী জমিকে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে দেশবাসীর প্রতি তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। র‍্যাবের অভিযান পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর গুরুত্বারোপ করে তিনি এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ওপরও জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিনিয়ত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে সবার আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দ্রুত যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যা যা প্রয়োজন সেটা সবসময় সরকার করে যাবে।' শেখ হাসিনা আবারো তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার মাধ্যমে টানা ৪র্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের সুযোগ দেওয়ায় এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার সুযোগ সৃষ্টিতে জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রসঙ্গ টেনে সরকারপ্রধান বলেন, 'আমাদের কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগও আছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের বিরোধীদল নামের সংগঠনও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।' শেখ হাসিনা বলেন, 'এসব ঘটনাকে মোকাবিলা করা এবং এর আসামিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি র‍্যাব সিসিটিভি ফুটেজসহ অন্যান্য মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। না হলে দেশে একটি অঘটন ঘটানোর পর এর দায়ভার অন্যের উপর চাপানোর একটা প্রবণতা রয়েছে।' এসময় প্রধানমন্ত্রী ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'সে সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন, আমি নিজে ভ্যানিটি ব্যাগে গ্রেনেড নিয়ে নিজেই নাকি মেরেছি। মানে আমি মনে হয় আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। এভাবে ২৮ অক্টোবরের ঘটনা এবং জ্বালাও পোড়াও-এর দায়ও অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এখন আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে এবং সিসিটিভির ফুটেজ থেকে সত্যিকার তথ্যগুলো বেরিয়ে আসে।' শেখ হাসিনা বলেন, 'সে যে সংস্থার লোকই হোক, তাকে আমরা আইনের আওতায় এনে তার বিচার করি এবং করছি। ভবিষ্যতেও বিচার হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্ত যার যার কর্তব্য পালন যথাযথভাবে করছে কি না সেটা দেখার দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের সংস্থা তারা দেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্য যখন কোনো অপরাধী শনাক্ত করবে বা ধরবে বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সেক্ষেত্রে আর একটি দেশ এসে নিষেধাজ্ঞা দেবে এটা আমাদের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।' তিনি বলেন, 'এই দেশটা আমাদের। রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি। 'সেভেনথ ফ্লিট' পাঠিয়েও এই স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল যা আমেরিকার জনগণ করতে দেয়নি। আদালতে তারা বাধা দিয়েছিলেন।' প্রধানমন্ত্রী র‍্যাব সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বাংলাদেশ আমার অহংকার' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও এই বাহিনীর সদস্যরা আরো দায়িত্বশীল কার্যক্রম ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে সেটাই আশা করি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

আমাদের দেশকে আরো উন্নত করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

জাল মুদ্রার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'ঈদ সামনে এলে জাল মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায়। সেদিকে নজরদারি বাড়াতে হবে। যদিও অভিযান চলছে তারপরও এদিকে আরো খেয়াল রাখতে হবে। অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। বুধবার, ৬ই মার্চ কুর্মিটোলায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব সদরদফতরে সংস্থাটির ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা চাই, আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের দেশকে আরো উন্নত করতে হবে। দেশের সম্পদ কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নতি করতে হবে।' সুন্দরবন জলদস্যুমুক্ত করার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, 'জলদস্যুরা যেনো আবারো

বিপথে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের জীবনের প্রয়োজনে যা দরকার সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের জীবিকার পথ আরো ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

এডিস মশার প্রকোপ বাড়ার শঙ্কা জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর

এডিস মশার প্রকোপ বাড়ার শঙ্কা জানিয়ে জেলা প্রশাসকদের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'সামনে এডিস মশার প্রকোপ বাড়বে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।' বুধবার, ৬ই মার্চ সকাল সোয়া ৯টার দিকে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের প্রথম কার্য অধিবেশন শেষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত আলোচনার নানা দিক তুলে ধরেন মন্ত্রী। সেখানে তিনি এ নির্দেশনা দেন। জেলা প্রশাসকদের এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'এডিস মশার প্রকোপ বাড়ার শঙ্কা জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছি। এর আগে কিন্তু আরবান এরিয়াতে এডিস মশার আধিক্য লক্ষ্য করা গেছে। কারণ গ্রামেও এখন নতুন ভবন, অনেক বাড়িঘর হয়েছে। পানি জমে থাকার সুযোগ আছে। সেজন্য গ্রামাঞ্চলেও কিন্তু এডিস মশার প্রজনন হতে পারে।' তাজুল ইসলাম বলেন, 'এর আগেও একটি ভার্চুয়াল সভায় জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের অনেকগুলো নির্দেশনা দিয়েছিলাম যেখানে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজও ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'সারা পৃথিবী অনুধাবন করছে যে এডিস মশা মোকাবিলা করতে হলে সবচেয়ে বেশি দরকার বা হাতিয়ার ৯০ শতাংশ সচেতনতা। আর বাকি ১০ শতাংশ টেকনিক্যাল বা মেডিটেশন। প্রতি তিন দিনের একদিন জমা পানি ফেলে দিন। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে এডিস মশার প্রজননটা আমরা রোধ করতে পারবো।' সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের অবস্থা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'আগে যদি আমরা ঢাকার বাইরে এক পারসেন্ট এডিস মশার প্রকোপ দেখতাম, বাকি ৯৯ শতাংশই কিন্তু দেখা যেত ঢাকা শহরে। গত বছর এডিস মশার প্রকোপ ঢাকায় কমে নেমেছে ২০ শতাংশের নিচে। কিন্তু ঢাকার বাইরে হয়েছে ৮০ শতাংশ। প্রতিদিন আগে যে পরিমাণ আমাদের সন্তান বা মানুষ ঢাকায় আক্রান্ত হতো, এখন তা হচ্ছে ঢাকার বাইরে অর্থাৎ ঢাকার মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছে। এডিস মশা মোকাবিলা করার জন্য আমরা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য টিভিসি প্রচার করেছি, মানুষ সেটা দেখে দায়িত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।' যে কারণে ঢাকায় এডিস মশার প্রকোপ কমেছে ও সফলতা এসেছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী।' এ ব্যাপারে ডিসিদের কী বলেছেন জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা এই অবস্থাটা জানিয়েছি। তাদের বলা হয়েছে এ ব্যাপারে এখনই ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। তারা জনসচেতনতার জন্য লিফলেট বিতরণ করছেন। তাছাড়া মন্ত্রণালয় থেকে যেসব সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে তাতেও গ্রামাঞ্চলের মানুষও সচেতন হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি সঠিকভাবে দেখভাল করা হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে ডিসিদের মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।' মন্ত্রী বলেন, 'ডিসিরা তো তদারকি করবেন। আর রিপোর্ট করবেন। আর কার কী দায়িত্ব সেটা তো বণ্টন করে দেওয়াই আছে। আমরা কিন্তু গত জানুয়ারিতেই সভা করেছি। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এলাকা ধরে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। গত বুধবারে সভা করে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য পাঁচ কোটি টাকার ওষুধ কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তুতিগুলো চলমান। মন্ত্রণালয় তথা সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পদক্ষেপ, জনসচেতনতায় প্রচারণা দরকার তা করা হচ্ছে। সামনে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন।' এই নির্বাচন কেন্দ্রীক কোনো নির্দেশনা ডিসিদের দেওয়া হয়েছে কি না, জানতে চাইলে তাজুল ইসলাম বলেন, 'নির্বাচন তো হয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন যেসব সহযোগিতা চায় তা করবো। তবে নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের কোনো ইন্টারভেনশন বা ইন্টারফেয়ার নেই। নির্বাচনের ব্যাপারটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের অংশ নয়। এটা নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনকে এ ব্যাপারে পুরো ক্ষমতা দেওয়া আছে। নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশনা দেবে সে অনুযায়ী জেলা প্রশাসকরা ব্যবস্থা নেবেন, মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নেবে। তবে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে বাড়তি কোনো নির্দেশনা থাকাটা নির্বাচন কমিশনারের জন্য সহায়ক বলে আমি মনে করি না। ডিসি সম্মেলনে ২৫৬টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন ডিসিরা। বেশিরভাগই হচ্ছে রাস্তাঘাট সংস্কারের।' পৌরসভা ও উপজেলার যেসব রাস্তা সংস্কার করার বিষয় রয়েছে, ডিসিরা এসব বিষয়ে কোনো সুপারিশ করেছেন কি না বা আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'এসব তো আলোচনায় অনুপস্থিত থাকার কথা নয়। জাতীয়ভাবে একটা লক্ষ্যমাত্র স্থির করা আছে। আমরা বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ বানাবো। উন্নত বাংলাদেশ বানাতে হলে তো আমাদের উন্নত রাস্তাঘাট বা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। ধারাবাহিক, উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। তবে স্পেসিফিক কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে যদি কোনো অসামঞ্জস্য থাকে তবে তা সমাধান করা হবে, এ ব্যাপারে ডিসিদের রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।' সমবায়ভিত্তিক কৃষিকে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'সমবায়ভিত্তিক কৃষি, সমবায়ভিত্তির ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। সমবায়ের ব্যাপারে আমরা কাজ করার কথা বলেছি। সমবায় ব্যবস্থাপনাকে আরো বেশি গতিশীল ও শক্তিশালী করার ব্যাপারে বলেছি।' স্থানীয় জলাশয় ও পানি সংরক্ষণ করার বিষয়ে ডিসিদের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কি না, কারণ গত বছর এই আবহাওয়ায় পানি সংকট তৈরি হয়েছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী জলাশয়গুলো সংরক্ষণে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'আজও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি নিজে প্রয়োজনীয়

নির্দেশনা দিয়েছি। পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। পানি ব্যবহারে আমাদের সঠিক বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের যেসব পানির জলাশয় আছে তা সংরক্ষণ করতে হবে। নদী-নালা-খাল-বিল যাতে ভরাট না হয় সেজন্যও উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

১১ই মার্চ থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করা হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

আগামী ১১ই মার্চ থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান। বুধবার, ৬ই মার্চ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, 'এ জন্য সাত দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। আগামী ১১ই মার্চ চাঁদপুরের সদর উপজেলার মোলহেড প্রাঙ্গণে এ বছরের জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্‌বোধন করা হবে। এ দিন মেঘনা নদীতে নৌ র‍্যালি করা হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, '২০০৯ সাল থেকে প্রতি মৎস্যজীবী পরিবারকে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ভিজিএফের পরিমাণ ১০ কেজি থেকে চল্লিশ কেজিতে উন্নীত করেছেন। বর্তমান সরকার জাটকা রক্ষায় কেবল আইন প্রয়োগ করছে না বরং এ মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে।' তিনি জানান, '২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২০ জেলায় ৯৭ উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ৩ লাখ ৬১ হাজার ৭১টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসে ৫৭ হাজার ৭৭১ মেট্রিকটন ভিজিএফ চাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।' ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের হাতের নাগালে ইলিশ মাছ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী। তিনি জানান, 'একই সঙ্গে দেশের চাহিদা পূরণের পর বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে চাই। এ লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদফতর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, নৌ-বাহিনী, কোস্টগার্ড, পুলিশ, নৌ-পুলিশ, র‍্যাব, আনসার-ভিডিপি ও বিজিবি সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করবে সরকার : পরিবেশমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'সরকার বন্যপ্রাণীর টেকসই সংরক্ষণ ও বৈধ বন্যপ্রাণীর বাণিজ্য এবং মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও পরিষেবা ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে ত্বরান্বিত করতে বৈচিত্র্যময় ডিজিটাল প্রযুক্তির অন্বেষণ করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'প্রকৃতির টেকসই অভিযোজন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ডিজিটাল উদ্ভাবনী প্রয়োগে নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিবিদ এবং সংরক্ষণবাদীসহ সবাইকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।' বুধবার, ৬ই মার্চ বন অধিদফতরে 'মানুষ ও ধরিত্রীর বন্ধন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ডিজিটাল উদ্ভাবন' স্লোগানে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন। আলোচনা করেন ওয়াইল্ডটিমের প্রধান নির্বাহী ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, 'ক্যামেরা ট্রাপিংয়ের মাধ্যমে সুন্দরবনের বাঘ জরিপ, বাঘের শিকার প্রাণীর বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ড্রোন প্রযুক্তি ও স্মার্ট পেট্রোলিংয়ের মাধ্যমে সুন্দরবনের অপরাধ মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উন্নত ট্র্যাকিং সিস্টেম, রিয়েল টাইম ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং রেডিও কলারিং প্রভৃতির মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য রোধের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।' সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'বন অধিদফতরের বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের আওতাধীন ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব এ ট্রফি বা বন্যপ্রাণীর নমুনা থেকে প্রজাতি চিহ্নিতকরণ এবং জিনগত সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে ডিএনএ বারকোড ডেটাবেস তৈরি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমের একটি মাইলফলক। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ২০২২ সালে হাতির রেডিও কলারিংয়ের মাধ্যমে কক্সবাজার বনাঞ্চলে হাতির বিস্তৃতি ও চলাচল পথ নির্ণয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।' মন্ত্রী বলেন, 'বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে বন অধিদফতরসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত ব্যবহারের জন্য একটি বন্যপ্রাণী অপরাধ রিপোর্টিং টুল তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সারাদেশে বন্যপ্রাণী অপরাধ সংঘটনের চিত্র খুব সহজেই পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের বন্যপ্রাণীগুলোকে রক্ষার জন্য অঙ্গীকার ও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে অর্থ প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান। বুধবার, ৬ই মার্চ সকালে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সব শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। এসময় স্থানীয় দলীয় নেতা-কর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

দুর্ঘটনা ঘটলে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে দায় চাপানোর চেষ্টা করে : মেয়র তাপস

কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে, এক সংস্থা আরেক সংস্থার বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে দায় চাপানোর চেষ্টা করে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। আইন অনুযায়ী দায়ভার নির্ণয় এবং প্রয়োগ করা আবশ্যক জানিয়ে মেয়র শেখ তাপস বলেন, ‘সারাবিশ্বেই আইন দ্বারা এগুলো নির্ধারিত রয়েছে। আইন বলে, যে যে কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে সে সে কারণের জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। এটাকে আইনের ভাষায় বলে ভিকারিয়াস লায়াবিলিটি। সারাবিশ্বেই ভিকারিয়াস লায়াবিলিটি ও ডিউটি অব কেয়ারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দায়ভার আইনে দেওয়া আছে। যেহেতু বাংলাদেশ কমনওয়েলভুক্ত দেশ তাই এ আইন এখানে প্রয়োগযোগ্য।’ বুধবার, ৬ই মার্চ দুপুরে রাজধানীর সাদেক হোসেন খোকা কমিউনিটি সেন্টারে সাউথ পয়েন্ট নগর ব্যায়ামাগার-এর উদ্‌বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ মন্তব্য করেন মেয়র। মেয়র বলেন, ‘আমরা দেখি, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তদন্ত হয়, দায়সারা তদন্ত। আইনের আওতায় সুনির্দিষ্ট দায়ভার নির্ধারণের তদন্ত কিন্তু আমরা সচরাচর দেখি না। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এই দুর্ঘটনার দায়ভার নিশ্চিত করার এবং আদালতের মাধ্যমে এর বিচার সম্পন্ন করার। একটি নজির যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি, তাহলেই সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে, প্রয়োগ হবে। এতে করে কারো মুখের কথায় ঢালাওভাবে অন্যের ওপর দায়ভার চাপানোর অপচেষ্টা যেমন রোধ হবে, তেমনই এ ধরনের দুর্যোগ, দুর্ঘটনা থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো। এ ধরনের প্রাণহানি আর ঘটবে না।’ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী, দায়ভার নির্ধারণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া কীভাবে নির্দিষ্ট করা আছে তা উল্লেখ করে মেয়র বলেন ‘আমরা যদি দেখি, তাহলে প্রতীয়মান হয়, সেখানকার সিঁড়িটা পর্যাপ্ত প্রশস্ত ছিল না। একটি ৯/১০ তলা ভবন নির্মাণে কতগুলো সিঁড়ি থাকবে এবং সিঁড়ির প্রশস্ততা কত হবে, তা ইমারত বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট করা আছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম দায়ভার কার? প্রথম দায়ভার হলো একজন স্থপতির। কারণ, সারা বিশ্বে আইনের আওতায় বলা আছে, যিনি পেশার সেবা দেবেন তাকে যথাযথভাবে আইন, নীতিমালাগুলো পরিপালন করতে হবে। তাহলে বিধিমালা অনুযায়ী, সিঁড়িসহ কী কী সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে, কতটুকু জায়গা ছাড়তে হবে, জরুরি প্রয়োজনে কীভাবে বহির্গমন হবে, ইত্যাদি বিষয়গুলো নকশা প্রণয়নকারী স্থপতি নির্ধারণ করবেন। দ্বিতীয় দায়ভার হলো সেই সংস্থার, যে সংস্থা এই নকশাটা অনুমোদন করেছে। নকশা অনুমোদনকালে আইন, বিধিমালা পরিপালন করা হয়েছে নাকি? যদি সেখানে কোনো ব্যত্যয় বা অবহেলা বা কোনো গাফিলতি থাকে, তাহলে সেই কর্তৃপক্ষকে দায়ভার নিতে হবে। তৃতীয়ত, একটি ভবন নির্মাণে অনেক কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র বা অনুমতি নিতে হয়। এ ধরনের ছাড়পত্র প্রদানে যদি কোনো সংস্থার অবহেলা বা গাফিলতি থাকে, তাহলে আইন অনুযায়ী তাদের দায়ভার নির্ণয় করা হবে। এছাড়া আইনের ভাষায় অকুপায়ার্স লায়াবিলিটির আলোকে সংশ্লিষ্ট ভবন মালিক, ভবন ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা রেস্তোরাঁ মালিকদেরও দায়ভার রয়েছে। সুতরাং, আইনের আওতায় দায়ভার নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সব বিষয়ই তদন্তে আসা উচিত।’ (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

আকস্মিক পরিদর্শনে কর্মস্থলে না পাওয়ায় কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আকস্মিক পরিদর্শনে কর্মস্থলে না পাওয়ায় সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেন্টু পুরকায়স্থকে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছেন ডা. সামন্ত লাল সেন। বুধবার, ৬ই মার্চ সিলেট সফরে এসেই জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে যান মন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে ডা. সামন্ত লাল সেন সাংবাদিকদের বলেন, 'জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবস্থা খুব একটা ভালো না। জনবল সংকট, ভবন সংস্কারও প্রয়োজন। সেখানে ডাক্তারদের উপস্থিতি কম থাকায় তাদেরকে কড়া নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এখনকার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে না পাওয়ায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।' এ বিষয়ে জৈন্তাপুর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেন্টু পুরকায়স্থর সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। জানা যায়, দুই দিনের সরকারি সফরে বুধবার ৬ই মার্চ সকালে বিমানযোগে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি চলে যান জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডসহ কর্মরত চিকিৎসক এবং নার্সদের সঙ্গে কথা বলেন। এসময় তিনি মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন।

এদিকে, হাসপাতাল পরিদর্শনকালে মন্ত্রী সম্প্রতি সড়ক দুঘর্টনায় ৪ ছাত্রলীগ কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালে ভাঙচুরসহ সংগঠিত অপ্রীতিকর ঘটনার স্থান ও আবাসিক এলাকা পরিদর্শন গেলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাইনবোর্ড দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে তিনি সাইনবোর্ডগুলো সরানোর নির্দেশ দেন। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে তিনি মঙ্গলবার রাতে সড়ক দুঘর্টনায় নিহত জৈন্তাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম লিয়াকত আলীর ছেলে ফয়সাল রেজার বাড়িতে যান। এসময় মন্ত্রী নিহতের পরিবারকে সান্ত্বনা জানিয়ে তার শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সিলেটের সিভিল সার্জন ডা. মনিসর চৌধুরী, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী

দুলাল, সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সার্বিক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ক্রাইম এ্যান্ড অপারেশন শেখ সেলিম প্রমুখ। পরে মন্ত্রী সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় নিজ বাড়িতে যান। সেখানে যাওয়ার পথে বিশ্বনাথ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বিদেশি অর্থায়নের প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বাড়ানোর নির্দেশ

বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থছাড় ও বাস্তবায়নে গতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এ লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার, ৬ই মার্চ মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে ওই কমিটির প্রথম সভা পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্য সচিব, প্রধান কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব সত্যজিত কর্মকার-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জ্যেষ্ঠ সচিব/সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত ৪৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়/অগ্রগতি পর্যালোচনা, গ্রিন অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট, জিসিআরডি নীতিমালার আলোকে প্রকল্প নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রজেক্ট প্ল্যানিং সিস্টেম, পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় এডিপি/আরএডিপি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর আগে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যথাযথভাবে পরীক্ষা করে পরিকল্পনা কমিশনে পিপিএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে পাঠানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে জিসিআরডি নীতিমালার আলোকে যথাযথ যাচাই করে প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে পাঠাতে সভায় নির্দেশনা দেওয়া হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আরএডিপিতে প্রকল্প ঋণ/অনুদান খাতে ৪৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ আরএডিপিতে প্রকল্প ঋণ/অনুদানের মোট বরাদ্দের প্রায় ৮০ শতাংশ। এ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। ফলে এ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আরএডিপিতে প্রকল্প ঋণ/অনুদান ব্যবহারে ৩৪ শতাংশের নিচে অগ্রগতিসম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সভায় বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণ বা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্য সচিব পরিপত্র অনুসারে পুল গঠন করে প্রকল্প পরিচালক দ্রুত নিয়োগ ও প্রকল্প ঋণ/অনুদান ব্যবহারসহ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্প অনুমোদনের সময় যুগপৎভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি, বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে সম্মতি/অনাপত্তি গ্রহণের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে রাষ্ট্রদূতরাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সভা করার বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে লাইন অব ক্রেডিট, এলওসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত কিছু প্রকল্পে উদ্ভূত জটিলতা দ্রুত নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ইআরডিকে নির্দেশনা দেন মুখ্য সচিব। সবুজ ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় সভায়। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কৃষিজমিতে কোনো সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে না মর্মে অনুশাসন দেন মুখ্য সচিব। সেই অনুশাসন কঠোরভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশনা দেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্য সচিব জ্যেষ্ঠ সচিব/সচিবদের প্রকল্প বাস্তবায়নে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য অনুরোধ করেন। সর্বোপরি বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য গঠিত কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। বুধবার, ৬ই মার্চ দুপুরে সৌদি আরবের জেদ্দায় স্থানীয় একটি হোটেলে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এ আহ্বান জানান মন্ত্রী। হাছান মাহমুদ বলেন, 'সৌদিতে আমাদের দেশের প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ রয়েছেন। প্রত্যেক প্রবাসীই দেশের প্রতিনিধি এবং তাদের আচরণেই দেশ পরিচিত হয়। সবাই বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠালে দেশের অর্থনীতিতে সেটি বড় ভূমিকা রাখে।' সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুপ্রতিম এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ সম্পর্ককে বহুমাত্রিক করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আগে শুধু সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানির সম্পর্ক ছিল। এখন পেট্রোলিয়াম, কৃষি, পরিবেশ, অবকাঠামো নির্মাণ, বাণিজ্য-বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এমন নানাখাতে সহযোগিতাসহ সেই সম্পর্ককে আমরা বহুমাত্রিক করেছি।' সভায় জেদ্দায় সদ্যসমাপ্ত ১৯তম ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক্সট্রাঅর্ডিনারি সেশনে যোগদানের পাশাপাশি সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ওআইসি মহাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাতের উপর আলোকপাত করেন ড. হাছান। তিনি জানান, 'তারা উভয়েই টানা চতুর্থ বারের মতো সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান, রোহিঙ্গা ইস্যুতে পূর্ণ সহযোগিতা ও

ফিলিস্তিনে সহিংসতা অবসানে একযোগে কাজের প্রত্যয় জানিয়েছেন।' অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদের সঙ্গে বৈঠকে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফর, পেট্রোলিয়াম ক্রয়, শিল্প সহযোগিতাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরে হাছান মাহমুদ জানান, 'সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন।' রিয়াদে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, জেদ্দায় নিযুক্ত কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ নাজমুল হক এবং প্রবাসীদের মধ্যে ইসমাইল হোসাইন, ওয়াজিউল্লাহ মিয়া, মোশারফ হোসেন খান, হুমায়ুন কবির, কাজী আব্দুল্লাহ, কামরুল হাসান জুয়েল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাইনুদ্দিন ভূঁইয়া, দেলোয়ার হোসেন সরকার, আতাউর রহমান ভূঁইয়া, শামীম চৌধুরী প্রমুখ অভ্যর্থনা সভায় অংশ নেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৩.২০২৪ প্রতীক)

রেডিও টুডে

সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ পথে দেশে রেমিটেন্স পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ পথে দেশে রেমিটেন্স পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাছান মাহমুদ। বুধবার দুপুরে সৌদি আরবের জেদ্দায় স্থানীয় একটি হোটেলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সৌদিতে আমাদের দেশের প্রায় ৩০ লাখ মানুষ রয়েছেন। প্রত্যেক প্রবাসী দেশের প্রতিনিধি এবং তাদের আচরণে এই দেশ পরিচিত হয়। সবাই বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠালে দেশের অর্থনীতিতে সেটি বড় ভূমিকা রাখে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন জি এম কাদের

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান জি এম কাদের। বুধবার বিকেলে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে তারা ঘন্টাব্যাপী বৈঠক করেন। বেলা তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত এই বৈঠক চলে। দূতাবাস তাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

রমজান মাসকে সামনে রেখে টিসিবি ভর্তুকি মূল্যের চিনির দাম বাড়িয়েছে

রমজান মাসকে সামনে রেখে সরকারি সাহায্য সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ, টিসিবি ভর্তুকি মূল্যের চিনির দাম বাড়িয়েছে। এক লাফে কেজিতে ৩০ টাকা বাড়িয়ে নতুন দর নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। এর আগে টিসিবিতে চিনির সর্বোচ্চ দর ছিল ৭০ টাকা। বুধবার টিসিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে চিনির দাম বাড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া

দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে সোনার দাম

ফের দেশের বাজারে বেড়েছে সোনার দাম। এখন থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেট সোনা কিনতে ক্রেতাকে গুনতে হবে ১ লাখ ১২ হাজার ৯০৮ টাকা। যা আগে ছিল এক লাখ দশ হাজার ৬৯১ টাকা। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রতি ভরি সোনা এই রেকর্ড দামে বিক্রি হবে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজুস এর মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ অস্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এনামুল হক ভূঁইয়া লিটনের স্বাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ বুধবার এই তথ্য জানানো হয়েছে যা আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া

গাজা সংঘাতের অবসান ঘটাতে ওআইসির সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গাজার সংঘাতের অবসান ঘটাতে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামী সহযোগী সংস্থা ওআইসির সদস্য দেশগুলোর প্রতি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সৌদির জেদ্দায় ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরাইলের আগ্রাসনের বিষয়ে ওআইসির ১৯ তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের এক্সট্রা অরডিনারী সেশনে বক্তৃতাকালে এই আহ্বান জানান হাছান মাহমুদ। সেই সঙ্গে বক্তৃতায় ফিলিস্তিনির প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে তিনি ফিলিস্তিনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করতে ইসলামিক ফিনান্সিয়াল সেফটির উপর জোর দেন। এছাড়া মানবিক করিডোর উন্মুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বিদ্যুৎ, গ্যাস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

বিদ্যুৎ, গ্যাস জ্বালানি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী শনিবার ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী বিএনপি'র উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার বিকেলে নয়া পল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপি'র জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। এ সময় তিনি বলেন, এখনো গুম, ক্রসফায়ার, গ্রেফতার অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি ও সুপেয় পানি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্ষমতায় যাওয়ার পর জ্বালানি খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারেনি সরকার।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

মিথ্যা মামলায় মেজর হাফিজকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে : মঈন খান

নির্বাচনে সরকারের প্রলোভন ও চাপের কাছে নতি শিকার না করায় মিথ্যা মামলায় মেজর হাফিজকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। বুধবার সকালে অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদের বাসায় তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এসব কথা বলেন মঈন খান। তিনি বলেন, প্রতিহিংসার রাজনীতির জন্য আজ দেশের সমস্ত কিছু ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ধাপ্পাবাজি করে বেশিদিন দেশ পরিচালনা করা যায় না বলেও হুঁশিয়ার করেন মঈন খান। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে চলছে স্বাস্থ্য সেবায় চরম বিশৃঙ্খলা

লোকবল সংকট, অপরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসক অনুপস্থিতসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে চলছে স্বাস্থ্য সেবায় চরম বিশৃঙ্খলা। আজ বুধবার সিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে এমন চিত্র দেখতে পান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন। বুধবার সকালে মন্ত্রী সিলেটের জৈন্তাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। এ সময় নানা অসঙ্গতির পাশাপাশি হাসপাতালে উপস্থিত না থাকায় জৈন্তাপুর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে সতর্ক করেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

সরকারি প্রতিষ্ঠান বিল না দিলে গ্যাসের লাইন কেটে দেয়ার নির্দেশ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর

সরকারি প্রতিষ্ঠান বিল না দিলে গ্যাসের লাইন কেটে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। বুধবার চট্টগ্রামের কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানি এলাকায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পের ডেটা সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই নির্দেশ দেন তিনি। নসরুল হামিদ বলেন, সরকারের অনুমোদন ছাড়া নতুন সংযোগ দেয়া হবে না। এর আগে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের বিভিন্ন চলমান প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি তেলের দামে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের পুনঃনির্ধারণ করার কথা রয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

আগামী ১১ থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা হবে

আগামী ১১ থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা হবে। দেশের ইলিশ সমৃদ্ধ ২০ টি জেলায় এই সপ্তাহ উদযাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান। সচিবালয়ে আজ বুধবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান এই সাত দিন ঢাকা মহানগরের সকল মাছঘাট আড়ত ও বাজারে জাটকা বিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। সেই সঙ্গে নিয়মিত অভিযান জুন পর্যন্ত চলবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

পরিবহন খাতের ঘুষ সংক্রান্ত টিআইবির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে বিআরটিএ

বাস মিনিবাস মালিকদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঘুষ নেয়া সংক্রান্ত টিআইবির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ। বুধবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে টিআইবির বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন বিআরটিএ এর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার। বিআরটিএ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, টিআইবি অনুমান নির্ভর, অসত্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। বিআরটিএ এর চেয়ারম্যান আরো বলেন, বিআরটিএ এর সেবাগুলো ডিজিটাল হয়ে যাওয়ায় স্বশরীরে অফিসে যেতে হয় না ফলে ঘুষ দুর্নীতি বা হয়রানির অভিযোগ নেই। এর আগে গতকাল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, পরিবহন খাতের ঘুষের টাকা দিনশেষে বিভিন্ন মহলে ভাগাভাগি হচ্ছে তাই কাঙ্খিত যাত্রী সেবা মিলছে না। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ দু-একদিনের মধ্যে আসা শুরু হবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের জন্য ভারত যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে তা দু-একদিনের মধ্যে আসা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, এবার রমজানে পেঁয়াজের কোন সমস্যা হবে না। বুধবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে প্রতিযোগিতা কমিশন আইন নিয়ে কর্মশালায় তিনি এ কথা জানান। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান নির্ধারিত দামে ভোজ্য তেল বিক্রি হচ্ছে, খেজুরের দামও সমন্বয় করা হবে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচনের সময় দেওয়া ওয়াদা আমরা পূরণ করব : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচনের সময় যে ওয়াদা করেছি তা পূরণ করব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ দেয়া বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, জাতীয় নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দল ও তার জোট অংশগ্রহণ করেননি অন্য সব দল অংশগ্রহণ করেছে। আমরা নির্বাচন উন্মুক্ত করে দিয়েছি। অনেক প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এই নির্বাচনে লক্ষণীয় হল যে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। নারী ও নতুন ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। (রেডিও টুডে :৮৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ আসাদ)

রমজান মাসে অসাধু ব্যবসায়ীরা সংযমের পরিবর্তে লোভী হয়ে ওঠে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রমজান মাসে অসাধু ব্যবসায়ীরা সংযমের পরিবর্তে লোভী হয়ে ওঠে। তারা পণ্য মজুদের পাশাপাশি দামও বাড়িয়ে দেয়। এসব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বুধবার র‍্যাবের ২০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আয়োজনে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনার পর থেকে কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম বেড়েছে। এদের বিরুদ্ধেও অভিযান চলছে। তবে এ বিষয়ে আরো কঠোর হতে হবে। মাদক সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাদক সেবনকারীকেই শুধু আইনের আওতায় আনলে চলবে না মাদক ব্যবসায়ীদেরও ধরতে হবে। অনুষ্ঠানে র‍্যাবের প্রশংসা করে সরকার প্রধান বলেন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে র‍্যাব। এ সময় বাহিনীটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিয়ে শেখ হাসিনা বলেন যারা মানুষের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে তাদের উপর কেন নিষেধাজ্ঞা আসবে ? নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করলে অন্য দেশ এসে নিষেধাজ্ঞা দিবে সেটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরাও নিষেধাজ্ঞা দিতে পারি।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর গুলশান-২ নম্বরে অবস্থিত কাচ্চি ভাইকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ডিএনসিসি

ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত কোন কাগজপত্র না থাকায় রাজধানীর গুলশান-২ নম্বরে অবস্থিত কাচ্চি ভাইকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। বুধবার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুলকারনাইনের নেতৃত্বে গুলশান ও বনানী এলাকার বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা ঝুঁকি পরিদর্শন পূর্বক অভিযান পরিচালনা হয়। অভিযানে এই জরিমানা করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুলকারনাইন বলেন, ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত কোন কাগজপত্র না থাকায় কাচ্চি ভাইকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে তিন মাসের জেল দেয়া হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে ফায়ার সার্টিফিকেট এবং পরিবেশের ছাড়পত্র সহ সকল অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। যদি কাগজপত্র প্রস্তুত না হয় তাহলে কাচ্চি ভাই সিলগালা করা হবে। রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ আসাদ)

ডা. রায়হান শরীফকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ

সিরাজগঞ্জের শহিদ এমন মনসুর আলী মেডিকেল কলেজে এক শিক্ষার্থীকে গুলি করার ঘটনায় কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক ডা. রায়হান শরীফকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয় ডা. মো. রায়হান ফৌজদারী অপরাধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তবে এই সময়কালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্ত হবেন।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ আসাদ)

সিলেটের জৈন্তাপুরে পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত

সিলেট-তামাবিল সড়কের জৈন্তাপুরে পিকআপের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেলের আরোহী তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার জাফলং ভ্যালি বোর্ডিং স্কুলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন জৈন্তাপুর থানার ওসি মো. তাজুল ইসলাম। নিহতারা হলেন, জৈন্তাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম লিয়াকত আলীর ছেলে ফয়সাল রেজা এবং মোকামবাড়ি গ্রামের সৈয়দ শিহাব আহমেদ ও সৈয়দ পাভেল আহমেদ। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি জানিয়েছেন, একটি পিকআপ বেপরোয়া গতিতে জাফলং ভ্যালি বোর্ডিং স্কুলের সামনে একে একে দুইটি বাইককে সজোরে ধাক্কা মেরে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। এতে দুটি বাইকে থাকা ৬ তরুণ আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শিহাবকে মৃত ঘোষণা করেন। আর সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফয়সাল রেজা ও সৈয়দ পাভেল মারা যান।রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৩.২০২৪ আসাদ)

BBC

HAITI GANGS THREATEN CIVIL WAR AS UNREST SPREADS

The gang leader behind the violence blighting the Haitian capital has warned there will be a "civil war" if Haiti's Prime Minister, Ariel Henry, does not step down. Jimmy "Barbecue" Cherizier made the threat as members of his gang tried to seize the capital's airport to stop Mr Henry from returning from abroad. Unrest has spread to other cities with a prison riot

reported in Jacmel. Thousands have been displaced by the violence. Barbecue, who leads the powerful G9 gang alliance, said on Tuesday that "if Ariel Henry does not resign, we'll be heading straight for a civil war that will lead to genocide".
(BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

KEY TAKEAWAYS FROM SUPER TUESDAY RESULTS

Super Tuesday wasn't as super this year due to a slew of predictable results, but there were a few surprises and some warning signs for Donald Trump and Joe Biden ahead of their expected rematch in November. Here are some of the key takeaways after millions of voters in 15 states and American Samoa chose their preferred party candidates for president. He posted a dominant performance, with wins in states across the country. "They call it Super Tuesday for a reason." Mr Trump told supporters in Florida. "This is a big one." Some of the victories were staggering in their size: a 70% margin in Alabama, 61% in Texas, some 70% of the vote in California. (BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

GERMAN AMBASSADOR TO UK NOT SORRY FOR LEAKED CALL

The German ambassador to the UK has said there is "no need to apologize" for security breaches which led to a call between top army officials being leaked by Russian sources. Miguel Berger told BBC Radio 4's Today programme one of the participants had likely dialled in via an insecure line. As a result, Russia was able to intercept the call, he said. In the audio, officials can be heard discussing details of alleged British operations on the ground in Ukraine. Mr Berger hit back at criticism by former UK Defence Secretary Ben Wallace, who said Germany was "pretty penetrated by Russian intelligence" and "neither secure nor reliable". (BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

RUSSIA IGNORES ARREST WARRANTS FOR PUTIN OFFICERS

Russia has said it does not recognize arrest warrants issued by the International Criminal Court (ICC) for two top Russian commanders over alleged war crimes in Ukraine. The court named Sergei Kobylash and Viktor Sokolov on Tuesday. "We are not parties to the Rome statue - we do not recognize this," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. This is the second time warrants have been issued for Russians over the war in Ukraine. The first was for President Vladimir Putin and his children's rights envoy.
(BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

BARRAGE OF MISSILES INTERCEPTED BY ISRAEL'S IRON DOME

Dramatic footage shows multiple missiles being fired toward Israel and exploding in the sky over its border area with Lebanon. The Israeli air force on X (formerly Twitter) says it responded by launching air strikes on parts of Lebanon where it says the missiles were fired from. Israel has been exchanging fire with the Lebanese Islamic group Hezbollah since the start of the war in Gaza. (BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

WORLD FOOD PROGRAMME SAYS GAZA AID CONVOY BLOCKED

The World Food Programme (WFP) says its first attempt in two weeks to bring food aid to northern Gaza was blocked by the Israel Defence Forces (IDF). The UN agency says the convoy of 14 Lorries was turned back at a checkpoint and was later looted by crowds of desperate people. It comes a day after the World Health Organization (WHO) said children are dying of starvation in northern Gaza. In a statement, the WFP said efforts to "deliver desperately needed food supplies" to the area resumed on Tuesday "but were largely unsuccessful". (BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

FARMERS TO RESTART MARCH TO DELHI AMID TIGHT SECURITY

Thousands of Indian farmers are set to resume their march to the capital Delhi to demand minimum price guarantees for their crops. The farmers had suspended their strike at the end of February after a young farmer died during the protest. To prevent the march, Delhi's borders are heavily barricaded and police have been deployed. The farmer’s protests have restarted even as India is just months away from holding general elections. Farmers are an important voting bloc in the country and analysts say the federal government of Prime Minister Narendra Modi would not want to antagonize them so close to the polls.
(BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

PERU PM RESIGNS AFTER RECORDING WITH WOMAN LEAKED

Peru's Prime Minister Alberto Otarola has resigned over allegations he attempted to use his influence to help a woman gain lucrative government contracts. The scandal escalated last week when a Peruvian TV broadcaster aired audio clips of what it said were conversations

between the two. Mr Otarola, 57, has denied any wrongdoing. A formal investigation has been launched into the allegations. (BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

CANADA FACES LAWSUIT OVER MILITARY EXPORTS TO ISRAEL

A group of Canadian lawyers is suing Canada's global affairs ministry for exporting military goods and technology to Israel during the Gaza conflict. The attorneys argue the exports could be used in alleged human rights violations against Palestinians. Canada has authorized at least C$28.5m of export permits to Israel since the war erupted on 7 October. But Ottawa denies accusations that these exports are illegal, saying the goods were "non-lethal" in nature. Israel has said it respects International law and that it has a right to defend itself after it was attacked by Hamas. (BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

VENEZUELA ANNOUNCES PRESIDENTIAL ELECTION DATE

Venezuela has announced it will hold presidential elections on 28 July - months earlier than expected. President Nicolas Maduro, who has been in power for 11 years, is widely expected to seek re-election. His opponent, Maria Corina Machado, is banned from holding office for alleged financial misconduct, which she denies. Last year, the government and the opposition in the South American nation agreed to hold elections in 2024 and invite International observers. The election date announcement was made by Venezuela's National Electoral Council (CNE) on Tuesday. (BBC Web Page: 06/03/24, FARUK)

:: The End ::